এক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছাড়ো: ইসরাইলকে জাতিসঙ্ঘ

● ● ● ●

সারে-জমিন

প্লাবিত পাঁশকুড়া জুড়ে শুধু হাহাকার

রূপসী বাংলা

ফ্রান্সে উগ্র ডানপন্থীদের অগ্রযাত্রা থামানোর পথ কী

সম্পাদকীয়

জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মৃত্যু কৃষকের

সাধারণ

অবশেষে ছাড়পত্র পেলেন আনোয়ার, স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৪ আশ্বিন ১৪৩১
১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 256 ■ Daily APONZONE ■ 20 September 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক হল গ্রন্থাগার ভবনে

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ সম্পর্কিত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক বৃহস্পতিবার সংসদ গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল, আসাদউদ্দিন ওয়াইসি-সহ একাধিক সদস্য। এদিনের বৈঠকে কমিটি ওয়াকফ সংশোধনী বিলের উপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞসহ পাটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ফৈজান মুস্তাফা, পসমন্দা মুসলিম মাহাজ এবং অল ইন্ডিয়ান মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মতামত বা পরামর্শ শোনেন। উল্লেখ্য, যৌথ সংসদীয় কমিটিও ২০ সেপ্টেম্বর একটি বৈঠক করবে যেখানে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ নিয়ে আজমিরের অল ইন্ডিয়া সাজ্জাদানশীন কাউন্সিল, দিল্লির মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ এবং ভারত ফার্স্ট পরামর্শ শুনবে।

এর আগে কিছু সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় বৈঠক স্থগিত করা হয়। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জগদম্বিকা পাল বলেছিলেন, ১৮, ১৯ এবং ২০ সেপ্টেম্বর যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে আমাদের কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে গণেশ চতুর্থী ১৭ তারিখে এবং মহারাষ্ট্রে ঈদ-ই-মিলাদের শোভাযাত্রা বের করা হচ্ছে। এ কারণে বৈঠক স্থগিত করা হয়। জানানো হয় পরবর্তীতে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ওয়াকফ সংশোধনী বিল বিষয়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বৈঠক হয়।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪ পরীক্ষা করার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) চতুর্থ বৈঠক ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এএসআই) পদস্থ আধিকারিকরা যৌথ সংসদীয় কমিটির সামনে একটি উপস্থাপনা পেশ করেন। জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এবং তেলেঙ্গানা ওয়াকফ বোর্ড সহ বেশ কয়েকটি স্টেকহোল্ডার ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ সম্পর্কে তাদের মতামত, পরামর্শ এবং মৌখিক প্রমাণ পেশ করে।

৫ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরের হাওড়া ও পাঁশকুড়ার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন)তে ড্রেজিং করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কেন্দ্রের গাফিলতিকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, যে ডিভিসি তার অনুরোধ সত্ত্বেও ৫ লক্ষেরও বেশি কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। আমরা সময়ে সময়ে সভা পরিচালনা করি। আমি নিজে ডিভিসি চেয়ারম্যানকে ফোন করেছিলাম। আমি তাদের অনুরোধ করেছি বেশি জল না ছাড়ার জন্য। আমাদের রাজ্য নৌকা আকৃতির। উত্তরবঙ্গে নেপাল ও ভুটানের জলের কারণে বন্যা হয়। আর এখানে ঝাড়খণ্ডের জলের কারণে বন্যা হয়। মালদহে বিহারের জল ও গঙ্গায় ড্রেজিং না হওয়ায় বন্যা হয়। ডিভিসি ৫ লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল ছেড়েছে।

রাজ্য সরকার ৫০০টি চেক ড্যাম তৈরি করেছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া ভাল থাকলে তা নিষ্পত্তি হতে ৩ থেকে ৪ দিন সময় লাগবে। কৃষকদের জন্য শস্য বীমা রয়েছে। যাদের মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে। আমরা বাংলায় ৫০ লক্ষ পাকা হোস তৈরি করেছি কিন্তু এখনও ৫০ লক্ষ মাটির বাড়ি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত তিন বছর ধরে টাকা দেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৃষ্টির কারণে বন্যা হয়নি। হ্যাঁ, ৪-৫ দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে তবে আমরা এটি মানতে পারি। আমাদের অনেক অবকাঠামো ও সিস্টেম রয়েছে। কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছি না, ডিভিসি সহ অন্যান্য এলাকা থেকে ৫ লক্ষ কিউসেক জল কেন ছাড়ল। আমার জানা মতে ডিভিসি বাঁধের ক্ষমতা ১০০ শতাংশ থেকে মাত্র ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এটা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতির কারণে। বছরের পর বছর ধরে কোনও ড্রেজিং নেই, কোনও ডিসিলটেশন নেই। আমরা প্রতি বছরই লড়ছি। বাংলার মানুষ কেন লড়বে? কেন্দ্রীয় সরকার বলে, ঝাড়খণ্ডকে নিরাপদে থাকতে দিন। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঝাড়খণ্ডকে বাঁচানো উচিত, কিন্তু বাংলাকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে। আমি আমার লোকদের পরিবর্তে আপনাকে রক্ষা করতে পারি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে ঝাড়খণ্ডের সাথে সীমান্ত তিন দিনের জন্য বন্ধ থাকবে এবং ডিভিসির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অন্য বছরগুলোতে এমন ঘটনা ঘটেনি। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছি কিন্তু তা বিবেচনা করা হয়নি। আমাদের মন্ত্রিপরিষদ দল সেখানে গেছে। আমরা আর কি করতে পারি? তারা কিছুই করেনি। এ কারণে আমাদের জনগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ডিভিসির জল আমাদের হাতে নেই। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের। মালদহেও মানুষের দেখভাল করছেন না তাঁরা। সেখানে সাত দিনের অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আমরা এটা ফেলে দেব না, মানুষকে বাঁচাতে হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্র ফারাক্কায় ভাঙন রোধে ৭০০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিল কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা দেয়নি। মালদহের লোকজনকেও ওরা দেখভাল করছে না। কেন্দ্রীয় সরকার গত তিন বছর ধরে আবাস যোজনার জন্য টাকা দিচ্ছে না। আমরা ১১ লাখ পাকা ঘর দেব এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য আরও ১ লাখ ঘর দেব।

অবশেষে জুনিয়র ডাক্তারদের আংশিক কর্মবিরতি ঘোষণা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষ হতেই সল্টলেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের অবস্থান স্থল থেকে সমস্ত টেবিল ফ্যান সরে যায়। ডেকরেটর সমস্ত টেবিল ফ্যান গাড়িতে করে নিয়ে চলে যায়। খুলে নেওয়া হল আন্দোলন স্থলের বাঁশ । কিন্তু বৈঠকের মিনিটস্ লেখা শেষ হওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা জানান, আন্দোলন চলবে। আমাদের দাবি মানেনি প্রশাসন। আমরা মিনিটস নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের দাবির সমাধান মৌখিক মানলেও মিনিটস-এ উল্লেখ ছিল না।

এক আন্দোলনকারী চিকিৎসক রুমেলিকা কুমার জানান, বৈঠকে আলোচনার সময় আমাদের প্রায় সব দাবির সঙ্গে মুখ্যসচিব সহ প্রত্যেকে সহমত পোষণ করেন। কিন্তু মিনিটস্ লেখার সময় দেখলাম সেইসব কিছু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই আমরা লাইভ স্ট্রিমিং এর দাবি জানিয়েছিলাম প্রথম থেকে। আমরা আজ হতাশ। সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে।মুখ্য সচিব জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে সব ডিটেলস জানাবেন।

তবে যে পনেরোটি দাবি নিয়ে নির্দেশিকা চেয়ে মুখ্যসচিবকে ইমেল করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা সেই ইমেলের জবাব পেয়েছেন তারা। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে ইমেল করে রাজ্য প্রশাসন কোন দশ দাবিপূরণে সম্মত তা জানিয়ে দিল নবান্ন। এর এর ফলে জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের আংশিক কর্মবিরতি উঠে যাচ্ছে তবে তাদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানও থাকবে যতক্ষণ না পুরো সাফ হচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন। শনিবার থেকে কাজে যোগ দেবেন বলেও জানান তারা। স্বাস্থ্যভবন সাফাই অভিযানের ডাক দিয়ে এতদিন তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ করছিলেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । তারপর জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার বদল করা হয় । তবে বর্তমানে জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের পদত্যাগ। তবে এর জন্য এক সপ্তাহ তাঁরা দেখবেন । যদি দাবি পূরণ না হয় তাহলে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন।

এর সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকরা জানান, আগামী শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করবেন ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৌনে সাতটা নাগাদ জুনিয়র চিকিৎসকদের ৩০ জনের প্রতিনিধি দল নবান্ন সভাঘরে পৌঁছন। টানা আড়াই ঘন্টা চলে এই বৈঠক। চিকিৎসকদের মোট পাঁচটি দাবির মধ্যে মীমাংসিত না হওয়া দুটি দাবি নিয়ে এবং হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় বৈঠকে। জুনিয়র চিকিৎসকদের বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে বৈঠকের জন্য সময় দেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে অতি দ্রুত কাজে ফেরার জন্য আবেদন জানানো হয় এবং বৈঠকে বসতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে দ্রুত কিভাবে কর্ম বিরতি প্রত্যাহার করে কাজে ফেরা যায় এবং তাদের বাকি দাবিগুলি কিভাবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায় করে আনা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ডায়াবেটিসের ভ্যাকসিন ‘উদ্ভাবন’ বাঙালি গবেষক গওসালের, পেলেন মার্কিন পেটেন্টও

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস বর্তমানে একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশেষ করে টাইপ ২ ডায়াবেটিস (T2DM) দীর্ঘমেয়াদে পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ, যা নিউরোপ্যাথি এবং হৃদরোগের মতো জটিলতার সৃষ্টি করে। এই রোগের চিকিৎসা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ গ্রহণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যা অনেকের জন্য ব্যয়বহুল, অন্যদিকে সফলতার হারও সীমিত। এই সমস্যার সমাধানে এক যুগান্তকারী ‘ভ্যাকসিন’ উদ্ভাবন করেছেন বাঙালি গবেষক অধ্যাপক গওসাল আজম খান। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের কিং ফয়সল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। এই ভ্যাকসিনটি ইতোমধ্যেই আমেরিকার পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিস থেকে অনুমোদন পেয়েছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী পেটেন্ট কনফার্মেশন নম্বর ২৮০৯ ।

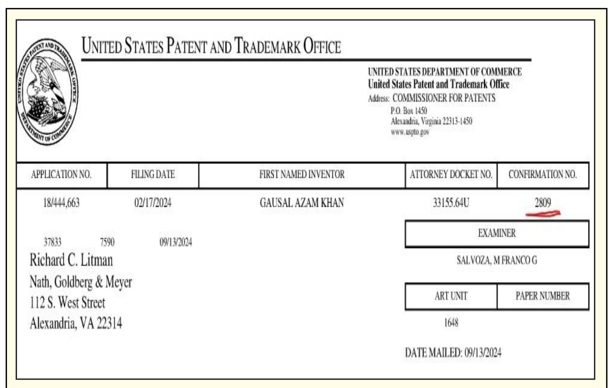

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
18/444,663	02/17/2024	GAUSAL AZAM KHAN	33155.64U	2809

37833 7590 09/13/2024
Richard C. Litman
Nath, Goldberg & Meyer
112 S. West Street
Alexandria, VA 22314

EXAMINER
SALVOZA, M FRANCO G

ART UNIT	PAPER NUMBER
1648	

DATE MAILED: 09/13/2024

ভ্যাকসিনের স্বীকৃতি পত্র মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিসের

ড. গওসাল আজম খান

অধ্যাপক ড. গওসাল আজম খানের এই উদ্ভাবন ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। ভ্যাকসিনটি সফল হলে রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ গ্রহণের ঝামেলা কমবে এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে এটি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এ বিষয়ে গবেষক ড. গওসাল আজম খান বলেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে, ভন উইলব্র্যান্ড ফ্যাক্টর (vWF) নামক একটি বহুগুণী গ্লাইকোপ্রোটিন মেগাকারিওসাইট ও এন্ডোথেলিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং স্ট্রেসের সময় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স (IR) সৃষ্টি করে। এটি নাইট্রিক অক্সাইড (NO) সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত করে।' ভন উইলব্র্যান্ড ফ্যাক্টর vWF-এর নির্দিষ্ট একটি অংশ ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ব্যাহত করে এবং এর মাধ্যমে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। এই নির্দিষ্ট অংশটি যখন একটি অ্যান্টি-নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হয়, তখন নাইট্রিক অক্সাইড (NO) উৎপাদন পুনরুদ্ধার হয় এবং শরীরের কোষে গ্লুকোজ গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়।' অধ্যাপক গওসাল এই ভন উইলব্র্যান্ড ফ্যাক্টর vWF-এর একটি প্রোটিন সিকোয়েন্স চিহ্নিত করেছেন, যা স্ট্রেস-প্ররোচিত ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে সক্ষম এবং এটিকে ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত টাইপ ২ ডায়াবেটিসের কোনো কার্যকরী ভ্যাকসিন উদ্ভাবন হয়নি। অধ্যাপক গওসালের এই উদ্ভাবন ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। ভ্যাকসিনটি সফল হলে রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ গ্রহণের ঝামেলা কমবে এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে এটি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

জানা গিয়েছে, অধ্যাপক গবেষক গওসাল আজম খান দেশ-বিদেশের নামীদামি সংস্থায় গবেষণা এবং অধ্যাপনা করেছেন। লন্ডনের প্রখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা 'রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি'র 'চার্টার্ড সায়েন্টিস্ট' সম্মানে ভূষিত হন বাঙালি গবেষক ও অধ্যাপক গওসাল আজম খান। দেশ-বিদেশের প্রায় দুই ডজন সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। কাজ করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও'তেও। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশের নামীদামি সংস্থায় গবেষণামূলক কাজ করেছেন গওসাল আজম খান। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের ৯ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর থানার অন্তর্গত আঁতলা গ্রামে অধ্যাপক গওসাল আজম খানের জন্ম। তাঁর মরহুম পিতা হাজি আবদুল আজিজ খান ছিলেন সাধারণ চাষি, মা সাবাতুন বিবি গৃহবধূ। স্ত্রী কামরুজ জাহান আলিগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। দুই কন্যার একজন আমেরিকার হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যজন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়েযে পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করছেন।

অধ্যাপক গওসাল আজম খান ১৯৮৯ সালে গড়হরিপুর জি.এন. হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। তার আগে তিনি কাসবাগোলা হাই মাদ্রাসা থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন মেদিনীপুরেরই পাঁচরোল হাইস্কুল থেকে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে ফিজিওলজি নিয়ে সাম্মানিক স্নাতক হন। ১৯৯৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম হয়ে গোল্ড মেডেল পান। তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে প্রফেসর এ.কে. মুখার্জি মেমোরিয়াল মেডেল অ্যাওয়ার্ড পান। ২০০৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। কিছুদিন সুইডেনে কাজ করেন, তারপর চলে যান আমেরিকা। বিজ্ঞান গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে আমেরিকা থেকেই বেশ কতকগুলি অ্যাওয়ার্ড পান। জাপান ও কানাডাতেও ছিলেন কিছুদিন। এর মধ্যে ২০০৯ সালে দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা 'ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' বা ডিআরডিও'তে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসাবে যোগ দেন। কাজ করেন প্রায় ৮ বছর। ফের পাড়ি জমান বিদেশে। ফিজির স্কুল অফ মেডিসিন-এ অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে সৌদি আরবের কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন গওসাল আজম খান।

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

38 Years in service to the society

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অতিবৃষ্টির কারণে রাজ্যের কয়েকটি জেলা বন্যা-কবলিত। বহু জায়গায় যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। তাই, আগামী রবিবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিকের জন্য ভর্তি-পরীক্ষা নির্ধারিত দিনের পরিবর্তে ৬ অক্টোবর ২০২৪ নেওয়া হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র Online- এ ফর্ম পূরণের সময়সীমা বর্ধিত করা হল।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রবেশিকা পরীক্ষা: ৬ অক্টোবর ২০২৪, রবিবার।

For Application Form

website: www.alameenmission.org

আমাদের গর্ব

AIIMS, NEW DELHI

M 710 AIR 158 OBC 44
Md Modassir Rahaman

AIIMS, NEW DELHI

M 705 AIR 544 PwD 1
Samim Ahmed Gazi

VMMC&SH, NEW DELHI

M 710 AIR 238 OBC 64
Md Aftabuddin Sk

AIIMS, Bhubaneswar
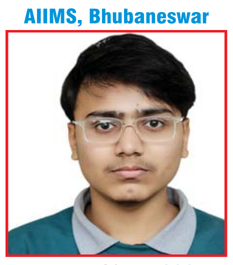
Marks 710 AIR 296
Rizwanullah

AIIMS, Patna
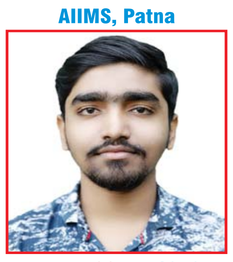
Marks 700 AIR 1070
Md Ramij Reja

AIIMS, Patna

Marks 700 AIR 1259
Mohasina Khatun

AIIMS, Kalyani

Marks 700 AIR 1359
Danish Sugandh

AIIMS, Patna

M 700 AIR 1391 OBC 45
Arij Islam

AIIMS, Kalyani

Marks 700 AIR 1639
Md Sahid

AIIMS, Kalyani

Marks 697 AIR 1713
Ali Hossain Mondal

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯ ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org

প্রথম নজর

বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সম্মেলন হল মেমারিতে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতি মেমারি শাখার সম্মেলন হল বৃহস্পতিবার।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বলাই রায়, গোপাল চন্দ্র দাস, অভিজিৎ মুখার্জী, বর্ধমান বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির সম্পাদক স্বরূপ কোনার, পান্ডুয়া ব্লক স্বর্ণশিল্পী সমিতির সভাপতি গোপাল দে, বাউরিয়া বঙ্গীয় শিল্পী সমিতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, প্রমুখ। এছাড়া ছিলেন, মেমারি ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বিপ্লব কুমার পাল, সম্পাদক রামকৃষ্ণ হাজরা, মেমারি বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির সভাপতি বৃন্দাবন পাল, সম্পাদক রাজেন্দ্র প্রসাদ পাল, কার্যকরী সভাপতি দিলীপ বৈরাগ্য সহ বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সদস্যবৃন্দ। এদিন সম্মেলনে স্বর্ণশিল্পীদের নানান সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলন শেষে পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করে দেওয়া হয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। আগামী চার বছরের জন্য মেমারি শাখার বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সভাপতি বৃন্দাবন পাল, সম্পাদক রাজেন্দ্র প্রসাদ পাল, কার্যকরী সভাপতি দিলীপ বৈরাগ্য এবং কোষাধ্যক্ষ দুলাল সাঁতরা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

তিলোত্তমার মৃত্যুতে আমরাই দায়ী, বেফাঁস মন্তব্য যুবনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: তিলোত্তমার মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী বেফাঁস মন্তব্য তৃণমূলের যুবনেতার, ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ডোমকলে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের ডোমকল বিধানসভার ডোমকল পুরনো বিডিও মোড়ে এলাকায়।ব্লক ও টাউন তৃণমূল কংগ্রেসে সংখ্যালঘু সেলের একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেন তৃণমূলের এক যুবনেতা। তিনি তার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন তিলোত্তমার মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী,কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কারণে একাধিক রুগীর মৃত্যুর দায় কার,আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ডোমকল বিধানসভা জুড়ে।

তৃণমূলের যুব নেতার মন্তব্য কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সিপিআইএম এর ডোমকল এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে রানা,তিনি আরো বলে তৃণমূলের এত নেতা কর্মীদের মধ্য যে যুবনেতা সৎসাহস দেখিয়ে স্বীকার করেছে যে তিলোত্তমার মৃত্যুর জন্য তারা দায়ী ,সেই দাবি আমরা প্রথম থেকেই করে আসছি যে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী সর্বোপরি রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে সব ঘটনা জানার পরেও সবাই চুপ করে আছে কিন্তু যুব নেতা সঠিক কথা বলে দিয়েছে তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানায়। একিই ভাষায় ডোমকল ব্লক কংগ্রেস নেতা তহিদুল ইসলাম বলেন দেরি হলেও তৃণমূলের যুব নেতা স্বীকার করেনিয়েছে।তার জন্য আমরা ওই যুব নেতাকে সাধুবাদ জানাই। তবে এখন দেখার যে তার সত্যি বলার জন্য তার যে পদ রয়েছে সেই পদ থাকে কি না সেই আশঙ্কাও করেন কংগ্রেস নেতা।যদিও ডোমকল টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি রেন্টু মন্ডল বলেন এটা ভুল করে বেরিয়ে গেছে,অল্পবয়সী ছেলে ভুল করে বলে ফেলেছে,আগামীতে এমন ভুল হবে না বলেও জানান তৃণমূল নেতা।এদিনের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল কাওসার,টাউন তৃণমূল কংগ্রেসে সভাপতি কামরুজ্জামান মন্ডল,সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে নেতা কর্মী সমর্থকরা।

ভাঙড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কমে এলেও ফেসবুক গ্রুপে দ্বন্দ্ব বাড়ছে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থামছেই না। ভাঙড়ে শাসক দল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রায়শই সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করে। বর্তমানে তুলনামূলক কম হয়েছে তৃণমূলের দলীয় ঝগড়া। তবে ভাঙড়ে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে ফেসবুক গ্রুপের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

সাধারণ ফেসবুক গ্রুপ হিসাবে প্রথমে গড়ে ওঠে "আমার ভাঙড়।" শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ করতে থাকে গ্রুপটি। দ্রুত ভাঙড়ের অঘোষিত মুখপত্র হয়ে ওঠে গ্রুপটি। গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন সরকারি কর্মী বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইয়াউর রহমান।

বছর ঘুরতেই গ্রুপের সক্রীয় সদস্য মুজাহিদ সরদার, জসিম উদ্দিন, হামি রহমানরা বেরিয়ে এসে তৈরি করেন "আমাদের ভাঙড়।" যদিও গ্রুপটি লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারিনি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়নি গ্রুপ

সদস্যদের। ফের ভাঙন ধরে "আমার ভাঙড়" গ্রুপে। সক্রীয় সদস্য ইনতিয়াজ মোল্লা, জিয়ারুল ইসলাম, আনিসুর তরফদার, তাজমিরা পারভীনরা বেরিয়ে এসে তৈরি করেন "ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" ফেসবুক গ্রুপ। এই গ্রুপটি সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করতে থাকে। সেবামূলক বিভিন্ন কাজে কার্যত একে অপরকে টেক্কা দিতে শুরু করে "আমার ভাঙড়" ও "ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" গ্রুপ দুটি।

সম্প্রতি"ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" গ্রুপেও ভাঙন ধরেছে। গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে "স্বপ্নের ভাঙড়" নামে নতুন গ্রুপ তৈরি করেছেন জিয়ারুল ইসলাম, আনিসুর তরফদার, তাজমিরা পারভীনরা। এছাড়াও "ভালোবাসার ভাঙড়, "প্রিয় ভাঙড়বাসী", "আমার শহর ভাঙড়", "উই লাভ ভাঙড়" প্রভৃতি গ্রুপ তৈরি হয়েছে।

গ্রুপ গুলিতে একে অপরকে আক্রমণ করে পোস্ট করতে দেখা গেছে। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রভাব বিস্তার করতে গ্রুপে ভাঙন ও পাল্টা গ্রুপ তৈরির প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন ভাঙড়বাসী। এবিষয়ে ভাঙড়ের জয়নগর গ্রামের প্রতিবাদী যুবক আরিফ মহম্মদ মালি "আপনজন" কে বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুকের মধ্য দিয়ে সকলেই জনপ্রিয়তা পেতে চায়। তাই দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার মানসিকতা হারাচ্ছে। যা মোটেও কাম্য নয়।

মাঝেরহাট গ্রামের চাকরি প্রত্যাশী মুজিবর রহমান "আপনজন" 'কে বলেন, গ্রুপ কে সামনে রেখে সমাজ সেবার অন্তরালে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার চলছে। যার ফলে এতো গ্রুপ তৈরি হচ্ছে।'

প্লাবিত পাঁশকুড়া জুড়ে শুধু হাহাকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: ভোররাত থেকেই জল ঢুকে প্লাবিত পাঁশকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে গবাদি পশু, প্রয়োজনীয় জিনিস। এমনই চিত্র পাঁশকুড়া জুড়ে। ইতিমধ্যেই এনডিআরএফ এর দুটি টিম উদ্ধার কার্যে লেগেছে, জেলা পুলিশ সুপার জেলাশাসক দফায় দফায় ঘুরছেন বিভিন্ন এলাকা।

যে সমস্ত এলাকার ডুবে গিয়েছে মানুষজন আশ্রয় নিয়েছেন তুলনামূলক উঁচু জায়গায়, শুধুমাত্র ডকুমেন্ট অর্থাৎ ভোটার কার্ড আধার কার্ড সাথে করে বাড়ি ছেড়েছেন প্রায় অনেকেই, আমার অনেকে সেটুকু আনতেও সময় পাননি। জল ঢোকার দশ ঘন্টা

অতিক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে আছে না কোন খাওয়ার না পানিও জল। বাচ্চাদের কে খাওয়ার এমনকি তৃষ্ণা নিবারণের পানীয় জলটুকু তুলে দিতে পারছেন না অসহায় বাবা-মা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন ভোটের সময় নেতাদের দেখা মেলে কিন্তু এখন অব্দি কোন নেতা এসে পৌঁছন নি এলাকায়। এমনকি প্রশাসনের তরফ থেকেও কোন সাহায্য মেলেনি। তারা চাইছেন অন্তত প্রশাসন এসে খাবার জল এবং ক্ষুধা নিভৃত্তির সামান্য কিছু খাবার তাদের হাতে তুলে দিক।

ভিমরুলের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভিমরুলের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের । ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর ঝাজা এলাকায়। মৃতের নাম আয়ুব নবি শেখ বয়স ৭৪ বছর ।

পরিবার সূত্রে জানা যায় বুধবার সকালে বাড়ির পাশে বাশ বাগানে বাশ কাটতে গিয়ে আয়ুব নবি সেখের উপর ভেঙে পড়ে ভিমরুলের চাক। তাঁকে বেশ কিছু ভিমরুলে কামড়ায় । পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি অসুস্থ অবস্থায় প্রথমেওই বৃদ্ধকে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এদিন বিকেলেই তার মৃত্যু হয়।

ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মরগে পাঠানো হলে আজ তার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় । এই ঘটনায় পরিবারসহ এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ভিমরুলের কামড় সাধারণত বিপজ্জনক হয় কারণ এরা শরীরে বিষাক্ত পদার্থ ইনজেক্ট করে। ভিমরুলের বিষ শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি অ্যানাফাইল্যাক্সিস নামে পরিচিত একটি গুরুতর অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, যা দ্রুত চিকিৎসা না পেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে বলে জানা যায়। তবে কোন ব্যক্তিকে যদি ভিমরুলের কামড় দেয় দেরি না করে দ্রুত স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন চিকিৎসকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়নগরে ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট সহ গ্রেফতার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় নকল সিমেন্টের গাড়ি সহ গ্রেফতার দুজন।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় বুধবার বিকালে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকাপাড়া এলাকা থেকে নকল সিমেন্ট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্ট।পুলিশ সূত্রে জানা যায়,জয়নগর কাকা পাড়ার আসগর আলি মোল্লার একটি সিমেন্টের গোডাউনে সিমেন্টের গাড়ি থেকে সিমেন্ট গোডাউনে নামানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় নকল সিমেন্ট।এই ঘটনায় সিমেন্ট গাড়ির চালক রথীন বৈদ্য ও সিমেন্ট গোডাউনের মালিক আসগর আলি মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত রথীন বৈদ্যের বাড়ি কুলপি থানার পূর্ব বাজারবেড়িয়া গ্রামে এবং ধৃত আসগর আলি মোল্লার বাড়ি জয়নগর থানার কাকাপাড়া গ্রামে।উদ্ধার হয়েছে একটি নামী কোম্পানীর ২৮০ বস্তা নকল সিমেন্টের বস্তা।ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
GNM (3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে
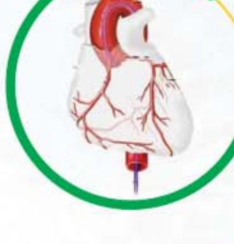
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
9123721642/9836001515
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছাড়া ইসরায়েলকে স্বীকৃতি নয়: সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীন ফিলিস্তিন ছাড়া ইসরায়েলকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে না সৌদি আরব। বুধবার উপদেষ্টা শুরা কাউন্সিলের বার্ষিক ভাষণে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এ কথা বলেছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। বক্তব্যে যুবরাজ ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে 'ইসরায়েলের দখলদারিত্বের অপরাধ' এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি আরব তার অক্লান্ত পরিশ্রম বন্ধ করবে না এবং আমরা নিশ্চিত করছি যে এটি ছাড়া সৌদি আরব ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

শুরা কাউন্সিলে দেওয়া ভাষণে এই মন্তব্য করেন যুবরাজ। বাদশাহ সালমানের পক্ষ থেকে বার্ষিক এই বক্তব্য প্রদান করেন তিনি। ভাষণের আগে যুবরাজের সামনে শপথ গ্রহণ করেছেন শুরা কাউন্সিলের সদস্যরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুটি সূত্র জানিয়েছে যে, তেল আবিবের সঙ্গে রিয়াদের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে ওয়াশিংটনের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর নেপথ্যে রয়েছে গত অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি আগ্রাসন। যুবরাজের শেষ বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায়, ইসরায়েলি আগ্রাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন প্রচেষ্টা ধোপে টিকবে না।

গাজা যুদ্ধ শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে যুবরাজ সালমান জানিয়েছিলেন, ইসরায়েল-সৌদি একটা চুক্তির সন্নিকটে আছে। ওই দুই সূত্র রয়টার্সকে আরও বলেছে, ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদির স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে কিছু বিলম্ব হবে। রিয়াদের জন্য এই আলোচনার সবচেয়ে লাভজনক দিক হিসেবে অনেক বিশেষজ্ঞ যেটা ধারণা করছেন, তা হলো, এর বিনিময়ে মার্কিনিদের সঙ্গে একটা প্রতিরক্ষা চুক্তির দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

এক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছাড়ো: ইসরাইলকে জাতিসঙ্ঘ

আপনজন ডেস্ক: আগামী ১২ মাসের মধ্যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের অবৈধ উপস্থিতি অবসানের পক্ষে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ রায় দিয়েছে। ফিলিস্তিনিরা একে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে অভিহিত করেছে। জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে বুধবার রাতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ নিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছে।

তবে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে তা সত্ত্বেও ইসরাইলের ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি হবে। প্রস্তাবটি ১২৪-১৪ ভোটে পাস হয়। ৪৩টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ওই প্রস্তাবে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের অবৈধ উপস্থিতি আর বিলম্ব না করে প্রত্যাহার করা উচিত।

ইসরাইলি উপস্থিতি জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালন করতে বাধা দিচ্ছে। এ কারণে ১২ মাসের বেশি আর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের থাকা উচিত নয় বলে জানানো হয়। প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের যে ক্ষতি ইসরাইল করেছে, তা পূরণ করার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বানও জানানো হয়। প্রস্তাবটিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) অভিমতকেও সমর্থন করা হয়। এতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্তে ইসরাইলি উপস্থিতিতে অন্যায় হিসেবে অভিহিত করে এর অবসান দাবি করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি মিত্র প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড ও মেক্সিকো। এছাড়া যুক্তরাজ্য, ইউক্রেন ও কানাডা ভোট দানে বিরত থাকে।

প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলে হামলা চালাল হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: ফের ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। গাজায় ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন এবং লেবাননের মাজদাল সেলেম ও ব্লিদা এলাকায় হামলার প্রতিশোধে হিসেবে ইসরায়েলে চার দফা হামলা চালানো হয়েছে বলে এই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, ইসরায়েলে চার দফায় তারা হামলা চালিয়েছে। নিভ জিভে ইসরায়েলি আর্টিলারি অবস্থানে, হাবুশিত মাউন্টেইনের এক সদরদপ্তরে, বেইত হিলেল ব্যারাকে আল শাল ব্যাটালিয়নে এবং বায়াদ ব্লিদা স্থাপনায় রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

তবে এসব হামলায় কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেছে- সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এ ছাড়া ইসরায়েলও এসব হামলা নিয়ে মন্তব্য করেনি।

এর আগে গত মঙ্গল ও বুধবার লেবাননে পেজার ও ওয়াকিটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে তিন হাজারের বেশি। এসব হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে লেবানন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি বন্ধ করল জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: আইনি চ্যালেঞ্জের কারণে ইসরায়েলে নতুন যুদ্ধাস্ত্র রফতানি স্থগিত করেছে জার্মানি। সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ ও জার্মান অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন যে মামলা ও রাজনৈতিক চাপে ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি অনুমোদনের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ রফতানিকৃত এসব অস্ত্র দিয়ে মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জার্মানির অর্থ মন্ত্রণালয় কোনো মন্তব্য করেনি। ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্সের অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকে। এদিকে, রয়টার্সের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর জার্মান সরকারের মুখপাত্র স্টেফেন হেবেস্ট্রেট বলেছেন, ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বয়কট করা হয়নি। জার্মান সরকারের মুখপাত্র এমন দাবি করলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে ভিন্ন কথা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডেটা অনুযায়ী, গত বছর ইসরায়েলে ৩২৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের অস্ত্র রপ্তানির অনুমোদন দেয় জার্মানি। যার মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ২০২২ সালের তুলনায় ১০ গুণ বেশি। তবে এ বছর অস্ত্র রফতানির অনুমোদন ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। গত ২১ আগস্ট পর্যন্ত মাত্র ১৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ইউরোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র বিভাগের জন্য মাত্র ৩২ হাজার ৪৪৯ ইউরো অনুমোদন করা হয়েছে।

হাঙরের আক্রমণে জার্মান নারী পর্যটকের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যবর্তী উত্তাল সমুদ্রে হাঙরের আক্রমণে এক জার্মান নারী পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আক্রমণের সময় তিনি তার নৌকার পাশে সাঁতার কাটছিলেন। গত সোমবার এ ঘটনাটি ঘটে বলে স্থানীয় পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ৩০ বছর বয়সী ওই নারী গ্রান ক্যানারিয়া দ্বীপ থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করা একটি নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। তাকে একটি হাঙর আক্রমণ করে এবং তার একটি পা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। এদিকে খবর পেয়ে কোস্ট গার্ডরা গ্রান ক্যানারিয়া থেকে ঘটনাস্থলে উড়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। দ্বীপের ৫১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ঘটনাস্থলের অবস্থান। তবে হেলিকপ্টারে নেয়ার পর তিনি তার আঘাতের কারণে মারা যান।

কোস্ট গার্ডের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ৩০ বছর বয়সী ওই নারী আক্রমণে একটি পা হারান এবং পরে স্প্যানিশ উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে নিয়ে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যদিও কিছু হাঙর প্রজাতি এত বড় ও আক্রমণাত্মক যে তারা মানুষের আকারের প্রাণীদের সহজেই শিকার করতে পারে, তবে হাঙরের আক্রমণ ও এতে মৃত্যুর ঘটনা বিশ্বজুড়ে বেশ বিরল। ফ্লোরিডা মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টরির আন্তর্জাতিক হাঙর আক্রমণ ফাইল (আইএসএএফ) ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী হাঙর সম্পর্কিত ১৪টি মৃত্যুর ঘটনা চিহ্নিত করেছে। স্পেনের ইতিহাসে মাত্র ছয়টি নিশ্চিত হাঙর সম্পর্কিত ঘটনার রেকর্ড করেছে তারা।

পেজারের পর ওয়াকিটকি বিস্ফোরণ, বাদ যাচ্ছে না মুঠোফোনও– কী ঘটছে লেবাননে

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সদস্যদের যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত পেজার ও ওয়াকিটকি বিস্ফোরণের কারণে এখন দেশটিতে সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ব্যবহার করা কয়েক হাজার পেজার একযোগে বিস্ফোরিত হয়েছে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন প্রায় তিন হাজার। একদিন পার হতে না হতেই বুধবার দেশটিতে আবারও এ ধরনের আরেক দফা বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে বিবিসি। নতুন বিস্ফোরণেও নিহত ও আহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, লেবাননের স্থানীয় মানুষেরা এখন মোবাইল হাতে নিতেও ভয় পাচ্ছেন। অনেকেই বলছেন ডিভাইসগুলো হ্যাক করা হয়েছে। ফলে এই ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটি কি কোনো নতুন সাইবার যুদ্ধে আলামত? এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় এক ব্যক্তি এক মুদি দোকানে কেনাকাটা করছিলেন, তখন তার কোমরে থাকা পেজার হঠাৎ বিস্ফোরিত হয় এবং তিনি মাটিতে ছিটকে পড়ে যান। চারপাশের লোকজন আতঙ্কে এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে পেজার বা ওয়াকিটকির ব্যাটারির তাপমাত্রা বাড়িয়ে এই বিস্ফোরক ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি স্মার্টফোনের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে কিনা সেটি নিয়ে অনেকের উদ্বেগ জোরালো হয়েছে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর ব্যবহৃত যোগাযোগের যন্ত্রগুলো লেবাননের দক্ষিণে বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে বিস্ফোরিত হয়েছে। মঙ্গলবারের পেজার বিস্ফোরণে নিহত চারজনকে বিদায় জানাতে বৈরুতের দক্ষিণে অবস্থিত দাহিয়াহ এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন অনেকে। সেখানেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ওই শেষকৃত্যানুষ্ঠানে নারী ও শিশু সহ সব বয়সের মানুষই ছিলেন। নিহতদের কফিন নিয়ে শোকযাত্রাটি শুরু হওয়া মাত্রই বিস্ফোরণ ঘটে। শুরুতে অনেকে এই বিস্ফোরণকে আতশবাজি ভেবেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে চিৎকার, চেঁচামেচি ছাড়াও অনেককে ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালাতে দেখা গেছে। একটি নিরাপত্তা সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, লেবাননে সর্বশেষ হামলায় হাতে রাখা রেডিও যন্ত্রগুলোকে (ওয়াকি-টকি) লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। সূত্রটি এটাও জানিয়েছে, ওই রেডিওগুলো মঙ্গলবার বিস্ফোরিত হওয়া পেজারগুলোর সঙ্গে পাঁচ মাস আগেই কেনা হয়েছিল। পেজার-ওয়াকিটকিসহ সব বিস্ফোরণের ঘটনায় হিজবুল্লাহ ইসরাইলকে দায়ী করেছে। তাদের দাবি, ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ বহুদিন ধরেই পরিকল্পনা করে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইসরায়েল এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। কিন্তু ইসরায়েলি বিভিন্ন মন্ত্রী ও সেনা কর্মকর্তার কথায় এই হামলার পেছনে যে ইসরায়েলই দায়ী তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পেজার মূলত ছোট এবং বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সংক্ষিপ্ত বার্তা বা সতর্কতা পাঠাতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বিশ্ব গণমাধ্যমের খবর বলছে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ক্রয় করা পাঁচ হাজার পেজারের ভেতরে কৌশলে বিস্ফোরক জমিয়ে রেখেছিল ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ১৭ সেপ্টেম্বর লেবাননে পেজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার কয়েক মাস আগে থেকেই তারা গোপনে এই কাজটি করে। লেবাননের নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, পেজারগুলো তাইওয়ানভিত্তিক গোল্ড অ্যাপোলো কোম্পানির। এই কোম্পানি থেকেই পাঁচ হাজার পেজার কেনে হিজবুল্লাহ। ২০২৪ সালের শুরুর দিকে পেজারের চালানটি লেবাননে পৌঁছায়। তবে গোল্ড অ্যাপোলো কোম্পানির দাবি, বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজে ব্যবহৃত পেজারগুলো উৎপাদন করেছে অন্য কোম্পানি। ইউরোপীয় একটি প্রতিষ্ঠানের গোল্ড অ্যাপোলোর ব্র্যান্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। হিজবুল্লাহ সংশ্লিষ্টদের দাবি, উৎপাদন পর্যায়েই পেজারগুলোয় মডিফাই বা পরিবর্তন করা হয়। আর সূক্ষ্ম কৌশলে এই কাজটি করে মোসাদ। লেবাননের সূত্রের দাবি, মোসাদ পেজার যন্ত্রের ভেতরে একটি বিশেষ বোর্ড ঢুকিয়ে দেয়। আর সেই বোর্ডেই লুকিয়ে রাখা হয় বিস্ফোরক উপাদান। আর সেই বোর্ডে এমন চিপস লাগানো ছিলো যা বিশেষ সংকেতিক ভাষা বুঝতে পারদর্শী। আর সেই লুকিয়ে রাখা বোর্ড বা বিস্ফোরক শনাক্ত করাও ছিল খুব কঠিন। কোনো যন্ত্র বা স্ক্যানার দিয়েও তা শনাক্ত করা যায়নি।

নেতানিয়াহু ও তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে হত্যা করতে গোয়েন্দা নিয়োগ ইরানের

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য ইরান এক ইসরাইলি গোয়েন্দা নিয়োগ দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দেশটির সরকার। তবে ওই গোয়েন্দাকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয় পুলিশ একটি বিবৃতিতে বলেছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দু'বার ইরানে ডেকে নেয়া হয়েছিল। মিশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়া হয়েছিল। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ওই ইসরাইলি নাগরিক একজন ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কে বসবাস করতেন। সেখানে তার তুর্কি এবং ইরানি নাগরিকদের সাথে ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিল। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি দুই তুর্কি লোক আদ্রে ফারুক আসলান এবং জুনায়েদ আসলানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ইরানে বসবাসকারী এডি নামের একজন ধনী ব্যবসায়ীর সাথে দেখা করতে যান। এছাড়া তিনি সিরিয়ার কাছাকাছি তুর্কি শহর সামানদগ সফর করেন। সেখানে তিনি ইরানী ব্যবসায়ীর পাঠানো দুই প্রতিনিধির সাথে দেখা করেন। সামান্দগে সন্দেহভাজন ওই ইসরাইলি এবং ইরানিরা একটি ফোন কলে কথা বলেছিল। পরে তারা ইরান ছেড়ে যেতে পারেনি। পরে চলতি বছরের মে মাসে সন্দেহভাজন ব্যক্তি আদ্রেন, জুনায়েদ এবং এডির দুই প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে তুরস্কে গিয়েছিলেন। ইরানি ব্যবসায়ী স্পষ্টতই আবার ইরান ছেড়ে তুরস্কে যেতে অক্ষমতা প্রকাশ করার পরে ওই ইসরাইলি পূর্ব তুর্কি শহর ভ্যানের কাছে একটি ল্যান্ড ক্রসিং দিয়ে ইরানে গিয়েছিলেন। পরে সেখানে তিনি এডি এবং খাজা নামের আরেক ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিলেন। যিনি নিজেকে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করেন। তদন্ত অনুসারে, ইরানে এডির বাড়িতে একটি বৈঠকের সময় সন্দেহভাজন ওই ইসরাইলি নিজেকে ইসরাইলি নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। সেই বৈঠকে এডি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা ইরানী শাসনের জন্য ইসরাইলে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে।

চিনে ছুরি হামলায় স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চীনের শেনজেনে একটি জাপানি স্কুলে ভর্তি হওয়া ১০ বছর বয়সী একটি শিশুর ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। বুধবার একজন আততায়ী ছুরিকাঘাতের শিকার হয় শিশুটি। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া বলেন, শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪০ মি.

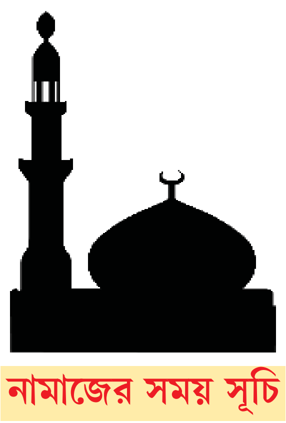

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৪	৫.২৫
যোহর	১১.৩৫	
আসর	৩.৫২	
মাগরিব	৫.৪০	
এশা	৬.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

পর্তুগালে ভয়াবহ দাবানল, নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ইউরোপের দেশ পর্তুগালে বেশ কয়েকটি অঞ্চল ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে। বিশেষ করে আভেইরো এবং ভিজেউ অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট দাবানল ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।দাবানলের কারণে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয় বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। দাবানলের তীব্রতা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় রাস্তা ও মহাসড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, বুধবার স্পেন এবং মরক্কো থেকে পাঠানো সহায়তা পৌঁছেছে দেশটিতে।

পেজার বিস্ফোরণে চোখ হারালেন ইরানি রাষ্ট্রদূত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোজতাবা আমানি পেজার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। তার একটি চোখ গলে বেরিয়ে এসেছে। অপর চোখেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নিউইয়র্ক টাইমসের বরাতে দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) হিজবুল্লাহর ব্যবহৃত পেজারে বিস্ফোরণ ঘটায় দখলদার ইসরায়েল। একেঅপরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোনের বদলে পেজার ব্যবহার করতেন হিজবুল্লাহর সদস্যরা। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইরানের রাষ্ট্রদূতের কাছেও একটি পেজার ছিল। ইরানের বিপ্লবী গার্ডের একটি সূত্র নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছে, পেজার বিস্ফোরণে মোজতবা আমানির আহত হওয়ার প্রাথমিক যে তথ্য দেয়া হয়েছিল সেটির তুলনায় তার জখম আরও গুরুতর। তাকে চিকিৎসার জন্য তেহরানে নিয়ে যাওয়া হবে। এর আগে, মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বৈরুতে ইরানের কূটনৈতিক মিশনের প্রধান তার বহন করা পেজার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। পরে, বার্তা সংস্থা ইরনা জানায়, ওই কূটনীতিক সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তবে তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ নয়। প্রসঙ্গত, লেবাননে মঙ্গলবার একযোগে কয়েক শ পেজার নামক টেলিযোগাযোগ ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে ৯ জনের প্রাণহানি এবং অন্তত ৩ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন।

বিদেশি শিক্ষার্থী-কর্মীদের দুঃসংবাদ দিল কানাডা

আপনজন ডেস্ক: দিন দিন আবাসন সংকট তীব্র ও রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসীর আগমন ঘটায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্টাডি পারমিট ও বিদেশি কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিটের যোগ্যতা আরো কড়াকড়ি করার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। বুধবার দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদমাধ্যম এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর লিবারেল সরকার বর্তমানে জনমত জরিপে পিছিয়ে রয়েছে। চলতি সপ্তাহে দলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-নির্বাচনে হেরে যায়। এরপরই কানাডা সরকার বিদেশি শিক্ষার্থী এবং কর্মী কমানোর এই পরিকল্পনা ঘোষণা করল। কানাডায় ২০২৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে অভিবাসন নীতি কানাডার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুধবার কানাডার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ২০২৫ সাল নাগাদ ৪ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীকে স্টাডি পারমিট দেওয়া হবে। ২০২৩ সালে দেশটি ৫ লাখ ৯ হাজার ৩৯০ জন শিক্ষার্থী তাদের দেশে যাওয়ার অনুমোদন দেয়। চলতি বছর প্রথম সাত মাসে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৯২০ জন শিক্ষার্থী কানাডায় যাওয়ার অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়া বিদেশি কর্মীদের জন্য ওয়ার্ক পারমিটের সংখ্যাও কমানোর কথা জানিয়েছে কানাডা সরকার। এক বিবৃতিতে কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার বলেন, 'বাস্তবতা হল কানাডায় যারা আসতে চায় সবাই তা পারবে না।'

AMF আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায়: জি ডি মনিটরিং কমিটি
বালক ও বালিকা বিভাগ
আসন সীমিত
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন
মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য
৫ জন ৯০ শতাংশের ঊর্ধ্বে
আফিক আরিফ মণ্ডল প্রাপ্ত নম্বর - 650
ফিরোজ মোল্লা প্রাপ্ত নম্বর - 633
তামিম হোসেন হালদার প্রাপ্ত নম্বর - 632
১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ
ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়
ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে
EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN
WBCS Coaching
রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৫৬ সংখ্যা, ৪ আশ্বিন ১৪৩১, ১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

নিরন্তর লড়াই

মানবেতিহাসের সবচাইতে নির্বাচনি বত্সর হইল ২০২৪ সাল। কারণ এই বত্সর ৬০টির বেশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি। এই সকল নির্বাচন লইয়া দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ধাক্কা খাইতেছেন। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলির জন্য এই সকল নির্বাচন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা দিয়াছে। ভোটাররা যেইখানে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার ও বিকল্প প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ লাভ করিতেছেন, সেইখানে তাহারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন না। ইহাতে কেহ কেহ পুনরায় ক্ষমতায় আসিলেও আগের তুলনায় পাইয়াছেন কম ভোট। কেহ-বা আবার হারাইয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে তাহাদের জোটনির্ভরতা বাড়িয়াছে। বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, ২০২৪ সাল হইবে গণতন্ত্রের জন্য অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। ইহাতে বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসিতে ব্যর্থ হইতে পারে। শত হতাশার মধ্যে ইহা একটি আনন্দদায়ক সংবাদই বটে। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণে লইয়াও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সাফল্য লাভ করিতেছেন না। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্যালটে। গণতন্ত্রকামী মানুষ ও বিশ্বের জন্য ইহার চাইতে সুখবর আর কী হইতে পারে? সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচনে গত ৩০ বত্সরের মধ্যে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব হইয়াছে। তাহারা নির্বাচনে হারাইয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মেক্সিকোতে ক্ষমতাসীন আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজকে পরাজিত করিয়া ভূমিধস বিজয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন জলবায়ুবিজ্ঞানী ক্লডিয়া শেনবাউম। তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। ভারত ও তুরস্কে যাহাদের অপরাজেয় নেতা হিসেবে মনে করা হইত, নির্বাচনি ফলাফলে তাহারাও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলের সহিত জোট করিয়া সরকার গঠন করিতে হইতেছে। তুরস্কের বিরোধীরা গত এপ্রিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় থাকা জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও রাজধানী আঙ্কারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ লইয়াছেন। তবে রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসক ভ্লাদিমির পুতিন গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৮ শতাংশ ভোট পাইয়া আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেও ভোটের এই হিসাব আসলে রাশিয়ার জনসাধারণের অনুভূতির সঙ্গে যে মিলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ভোটারদের কেন এই ক্ষোভ? বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, বিগত বত্সরগুলিতে জনপ্রিয় ও ক্ষমতাধর অনেক শাসক সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বিকাশ ও উন্নয়নের বদলে তাহা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন লইয়া সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার চলে। এই সকল অপব্যবহার করিয়াও অনেকের রক্ষা হয় নাই। এই ব্যাপারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বেন আনসেল বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশের শাসক দলগুলি যাহা চায় নাই, এমন ফলাফল আসিয়াছে নির্বাচনে। জটিল অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে অস্থিতিশীল হইয়া পড়ায় কর্তৃত্ববাদীদের মতো আচরণ করিয়াও তাহারা রক্ষা পান নাই। অব্যাহত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব ও অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—ভোটারদের বিক্ষুব্ধ হইবার এই সকলই মূল কারণ। যে কারণে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে ধর্মীয় জুজুর ভয়ের চাইতে ভোটাররা অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অযোধ্যায় ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি কি তাহারই ইঙ্গিতবহ নহে? প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। এই জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, ‘ইফ উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি টু ফ্লারিশ, উই উইল হ্যাভ টু ফাইট ফর ইট। উই উইল হ্যাভ টু নার্চার ইট। অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু ডেমোনস্ট্রেইট ইটস ভ্যালু।’ অর্থাত্ গণতন্ত্রকে বিকশিত ও শক্তিশালী করিতে হইলে আমাদের এই জন্য নিরন্তর লড়াই করিয়া যাইতে হইবে। ইহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে এবং ইহার মূল্যবোধ প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা যদি এই হিতোপদেশ মানিয়া চলি এবং অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে কোনো দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

●●●●●●●●●●●●

পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কারসাজি যে সংকট তৈরি করেছে

পাকিস্তানের ইতিহাসের এখন এক সংকটময় সময়। এই সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার খুব প্রয়োজন। কিন্তু এই স্থিতিশীলতা অনেক খুঁজেও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দেশ এখন বিদেশি ঋণের চাপে জর্জরিত। আনুষ্ঠানিক খাতের আর্থিক দেউলিয়াত্ব এড়াতে প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি পূর্বশর্ত। কিন্তু ইসলামাবাদ এবং এর আশপাশে অভিজাতদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে চলছে ক্ষমতার লড়াই। বাড়ছে অস্থিতিশীলতা। আর প্রান্তে, বিশেষ করে বেলুচিস্তান ও পাখতুনখাওয়া তো টগবগ করে ফুটছে। লিখেছেন **আফ্রাসিয়াব খটক...**

পাকিস্তানের ইতিহাসের এখন এক সংকটময় সময়। এই সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার খুব প্রয়োজন। কিন্তু এই স্থিতিশীলতা অনেক খুঁজেও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দেশ এখন বিদেশি ঋণের চাপে জর্জরিত।

আনুষ্ঠানিক খাতের আর্থিক দেউলিয়াত্ব এড়াতে প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি পূর্বশর্ত। কিন্তু ইসলামাবাদ এবং এর আশপাশে অভিজাতদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে চলছে ক্ষমতার লড়াই। বাড়ছে অস্থিতিশীলতা। আর প্রান্তে, বিশেষ করে বেলুচিস্তান ও পাখতুনখাওয়া তো টগবগ করে ফুটছে।

দেশের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের বোঝা ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত নয়। তারা এই অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তদের ওপর অন্যায্য বাজেট ও করারোপ করে। এসব উদ্যোগ সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়াচ্ছে।

পাকিস্তানকে ভোগাচ্ছে একাধিক সংকট। এসবের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো কয়েক দশকের পুরোনো হাইব্রিড ব্যবস্থার হতাশাজনক ব্যর্থতা। এই হাইব্রিড ব্যবস্থা বলতে রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর জেনারেলদের সংবিধানবহির্ভূত গলা টিপে ধরা বোঝায়।

১৯৮০-এর দশকের শেষে জিয়াউল হকের সামরিক আইন দিয়ে গঠন করা ‘প্রজাতন্ত্র’ ছিল নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। এর পর থেকে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ যত বেড়েছে, রাজনৈতিক অভিজাতদের এসবের ওপর নিয়ন্ত্রণ তত আলগা হয়েছে। গত দুটি সাধারণ নির্বাচনে (২০১৮ ও ২০২৪) সামরিক বাহিনী যে নির্লজ্জ কারচুপি করিয়েছে, তাতে দেশের রাজনীতির মেরুকরণ আরও তীব্র হয়েছে। দেশে ডেকে এনেছে অস্থিতিশীলতা।

একটা উদাহরণ দিয়ে উভয়সংকটের মাত্রা বোঝানো যায়। জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বর ৩ বছরের জন্য চিফ অব আর্মি স্টাফ নিযুক্ত হন। তাঁর মেয়াদ ২০১৯ সালের নভেম্বরে শেষ হলেও অবসর নেননি তিনি।

কিং মেকার হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে বাধ্য করে তিনি আরও তিন বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ পান। প্রায় ছয় বছর কার্যত দেশ শাসন করার পরও খুব অনিচ্ছায় ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর অবসর নিয়েছিলেন। মেয়াদ আরও বাড়ানোর ইচ্ছা তাঁর ছিল!

মহাশক্তিমান সেনাপ্রধান বাজওয়ার ছয় বছরের মেয়াদে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নামমাত্র প্রধান নির্বাহী হিসেবে দেখা গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউই সাংবিধানিক মেয়াদ শেষ করতে পারেননি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের সময় জেনারেল বাজওয়া গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, তাঁর আমলে তাঁর অভিভাবকত্বে একের পর এক নতুন শাসক ক্ষমতায় এসেছেন। রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার জন্য দুষতেও তিনি ভোলেননি।

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খানকে ‘সবচেয়ে সৎ’ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার প্রকল্প নিয়েছিল সামরিক বাহিনী। উদ্দেশ্য ছিল নওয়াজ শরিফ ও আসিফ আলী জারদারির মতো ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ নেতাদের প্রতিহত করা। সে প্রকল্প বুমেরাং হয়েছে।

ইমরান খান ছিলেন জনতুষ্টবাদী নেতা। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, প্রবাসী পাকিস্তানিদের মধ্যে তাঁর ভিত্তি ছিল খুব মজবুত। সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে ইমরান খান ছিটকে বের হয়ে যান জেনারেল বাজওয়ার মুঠো থেকে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কারসাজিতে খুব দক্ষ।

> তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান একটি ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের সামরিকীকরণ তার ফেডারেল চরিত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষুণ্ন করে। কারণ, সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতারা পাঞ্জাবি জেনারেলদের মধ্য থেকে আসেন। তাঁরা রাষ্ট্রের ফেডারেল চরিত্রের প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন না। ব্যাপারটি বালুচ, পশতুন, গিলগিট বাল্টিস্তান ও কাশ্মীরের মতো নিপীড়িত জাতিগুলোর মানুষের মধ্যে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে আরও গভীর করে তুলেছে।

তাদের হাতে আছে গোয়েন্দা সংস্থা। ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পিটিআই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কৌশল দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিকভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তাদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বয়ান।

এসব দেখে সামরিক বাহিনী জোর ধাক্কা খেয়েছিল। বাহিনী থেকে ইমরান খানের সক্রিয় সমর্থক বাদ দেওয়ার জন্য শুদ্ধি অভিযান চালানো হয়। সে সময় অব্যাহতি দেওয়া হয় দুজন কর্প কমান্ডারকে। ইমরান খানের আমলে দেশের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) প্রধান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়েজ হামিদ। তাঁর বিরুদ্ধেও সামরিক আদালতে মামলা চলছে। অভিযোগ, দুর্নীতি ও বর্তমান চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনিরের বিরুদ্ধে ইমরান খানের চালানো প্রচারণায় সমর্থন। জেলখানায় শতাধিক পিটিআই-সমর্থক বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ২০২৩ সালের ৯ মে সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর। একই অভিযোগে মামলা আছে ইমরান খানের বিরুদ্ধেও। গুরুতর জল্পনা আছে যে তাঁকেও সামরিক আদালতে বিচার করে শাস্তি দেওয়া হবে।

২০১০ সালে পাস হয় ১৮তম সংবিধান সংশোধনী। এই সংশোধনী ছিল ১৯৭৩ সালে সংবিধান জারি হওয়ার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্কার। এতে ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংশোধিত হয়। এতে মানবাধিকারকে শক্তিশালী করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি করা এবং অতীতের সামরিক স্বৈরশাসকদের আরোপিত কিছু আইনের বিকৃতি রদ করা হয়েছে। সংবিধানের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে শক্তিশালী করে সংবিধানকে বাতিল, বিদ্রোহ ও স্থগিতাদেশের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অজনপ্রিয় সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল মোশাররফের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের আন্দোলনের পর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব কিছু সময়ের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে ১৮তম সংশোধনী সংসদে পাস করা গিয়েছিল। নতুন ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সামরিক বাহিনীর সরাসরি ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

এরপর জেনারেলেরা প্রধানমন্ত্রীদের অযোগ্য ঘোষণা করে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য উচ্চ বিচার বিভাগের কাঁধে বন্দুক রাখা শুরু করেন। তখন থেকে ক্ষমতার রাজনীতিতে উচ্চ বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। শুরু হয় রাজনীতির বিচার বিভাগীয়করণ এবং বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ। নতুন ও সম্প্রসারিত ভূমিকার কারণে বিচার বিভাগও জেনারেলদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তাই বিচার বিভাগের ডানা কাটার জন্য সংসদে সর্বশেষ আইনটি আনা হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান একটি ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের সামরিকীকরণ তার ফেডারেল চরিত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষুণ্ন করে। কারণ, সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতারা পাঞ্জাবি জেনারেলদের মধ্য থেকে আসেন। তাঁরা রাষ্ট্রের ফেডারেল চরিত্রের প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন না। ব্যাপারটি বালুচ, পশতুন, গিলগিট বাল্টিস্তান ও কাশ্মীরের মতো নিপীড়িত জাতিগুলোর মানুষের মধ্যে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে আরও গভীর করে তুলেছে।

বেলুচিস্তানে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ গত ২৬ আগস্ট প্রদেশের ১০টি জেলায় সমন্বিত আক্রমণ করে তার শক্তি প্রদর্শন করেছে। সামরিক বাহিনী ও তার গোয়েন্দা সংস্থার হাতে জোরপূর্বক গুমের শিকার হাজার হাজার বালুচের মুক্তির জন্য ড. মাহরাং বালুচ ও অন্য বালুচ তরুণীদের নেতৃত্বে শক্তিশালী শান্তিপূর্ণ নাগরিক অধিকার আন্দোলনও রয়েছে। পশতুন যুবকেরাও সেনাবাহিনীর বিপথগামী আফগান নীতির হাতে তাদের স্বদেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। তালেবান বিদ্রোহীরা পাখতুনখাওয়ায় বেশ কয়েকটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানে প্রতিদিন হামলা হয়।

এত কিছুর মধ্যে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে একটা মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে। জেনারেলরা তাঁদের হাতের পুতুলদের মাধ্যমে জনগণের ওপর যে দেউলিয়া নীতি চাপিয়ে দিচ্ছেন, সেগুলো সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ক্রমেই বাড়ছে। এর প্রমাণ হলো, যে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে, তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে ব্যাপকভাবে। তাই মনে রাখা উচিত, রাজনৈতিক নেতারা জেনারেলদের চামচা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন।

আফ্রাসিয়াব খটক পাকিস্তানের সাবেক সিনেটর ও আঞ্চলিক রাজনীতিবিষয়ক বিশ্লেষক ইংরেজি থেকে অনুবাদ

ফ্রান্সে উগ্র ডানপন্থীদের অগ্রযাত্রা থামানোর পথ কী

সুফি বিনে

ফ্রান্সের সাম্প্রতিক নির্বাচন বলছে উগ্র ডানপন্থীরা ক্ষমতার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছিল। একমাত্র যে বিষয়টি তাদের বিজয় ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে, তা হলো উগ্র বামপন্থীদের ঐক্য। এতে করে উগ্র ডানেরা পরাজিত হয়েছে, মধ্যপন্থী এমানুয়েল মাখোঁর শিবির ৭০টি আসন হারিয়েছে এবং বামেরা সবার শীর্ষ অবস্থানে চলে এসেছে। এই বিজয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো ও নাগরিকদের বৃহত্তর ঐক্যের ফসল। ফ্রান্সের প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলো লড়াইয়ে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করে এবং একটা পপুলার ফ্রন্ট গঠনের ডাক দেয়। ফ্রান্সের বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়ন উগ্র ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানায়।

ফ্রান্সের শাসকশ্রেণির একটা অংশ যখন উগ্র ডানপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তৈরি হচ্ছিল, সে সময়েই বামপন্থী শক্তিগুলো এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং উগ্র ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে একটা ফ্রন্ট গঠন করতে সক্ষম হয়। এটা ছিল অতুলনীয় এক বিজয়, যার ধারণা ভোট নিয়ে জরিপ করা সংস্থাগুলো ধারণাই করতে পারেনি। জনপ্রিয় এই অভ্যুত্থান যেন স্বল্পকালীন নিরাময় না হয়ে ওঠে তার জন্য অবশ্যই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

ফ্রান্সের ভোটারদের একটা অংশ উগ্র ডানপন্থীদের ভোট দিয়েছেন। এটা শুধু মধ্যপন্থীদের প্রতি তাদের প্রতিবাদ প্রকাশের ভোট নয়, এটা একটা বিপথে পরিচালিত আশাও। এটাকে পরাজিত করতে হলে বামপন্থীদের অবশ্যই নয়া উদারবাদী নীতির বিকল্প নিয়ে আসতে হবে। কেননা, এই নীতি সামাজিক বৈষম্য বাড়াতে জ্বালানি জুগিয়েছে।

ফ্রান্সের নতুন পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচিটিকে বলা যায় মাখোঁবাদ থেকে বিচ্ছিন্নতা। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের সন্ত্রাস, বিশিল্পায়ন, সরকারি খাতের চাকরি সংকুচিত হয়ে যাওয়া, প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়া—এসব বিষয় মানুষের মাঝে একটা শক্তিশালী অনুভূতি জন্ম দিয়েছিল। তারা মনে করতে শুরু করেছিল, আগেই ভালো ছিল। উগ্র ডানপন্থীরা এই শূন্যতার কাঁধেই সওয়ার হয়েছিল এবং বিষয়গুলোকে তাদের ‘মহান প্রতিস্থাপন’ তত্ত্ব দিয়ে সাংস্কৃতিক বিষয়ে পরিণত করেছিল।

উগ্র ডানপন্থীরা নয়া উদারবাদের ধ্বংসলীলাকে উপেক্ষা করে। জীবনমান পড়ে যাওয়ার জন্য তারা অভিবাসীদের দায়ী করে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে রক্ষা করার জন্য উগ্র ডানেরা অর্থনীতি থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। এই ফাঁদ এড়াতে হলে বামেদের অবশ্যই এমন একটা গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি দরকার হবে, যেটা বহুজাতিক সংস্থা ও পুঁজির ক্ষমতার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের জন্য একটা আনন্দজনক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে যাওয়া আর বেশি দিন সম্ভব নয়। আমরা আর মুক্ত বাণিজ্যের রক্ষক হতে পারি না। এই মুক্ত বাণিজ্য শ্রমিকের মজুরির জন্য বধ্যভূমি এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী। সামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক ইস্যুগুলোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেটিই উগ্র ডানপন্থীদের উর্বর প্রজননক্ষেত্র। এটা জয় করতে হলে পুঁজিবাদী ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোকে আঘাত করা জরুরি।

ব্লু-কলার বা শ্রমজীবী ভোটারদের ভোট আবার জয় করতে হলে বামেদের পুনঃ শিল্পায়নের একটা শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে কারখানা-শূন্য অর্থনীতির ওপর বামেরা যে অন্ধত্ব দেখিয়েছিল, সেটা ভাঙতে হবে। আমাদের এখন মৌলিকভাবে রূপান্তরিত একটা উৎপাদন মডেল দরকার, যেটা হবে পরিবেশগতভাবে টেকসই। কৃষি ও খাদ্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের মডেল দরকার।

কৃষকেরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের দাবিগুলো শুনতে হবে। আমাদের কৃষি খাতের দানবদের সীমাহীন মুনাফা করার প্রক্রিয়াটাকে আক্রমণ করতে হবে। একই সঙ্গে কৃষি মডেলের পরিবেশগত রূপান্তরের বিষয়টাকে প্রশ্নের মধ্যে আনতে হবে।

সরকারি খাতের কর্মসংস্থান নিয়ে আমাদের একটা পর্যালোচনামূলক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কঠোর অর্থনৈতিক নীতি সর্বজনের বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সেবা অনেকটাই দুর্বল করে ফেলেছে। বেসরকারি খাতে যাওয়ার সামর্থ্য আছে তারাই ভালো মানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা পাচ্ছে। জনগণের সেবা খাতগুলোর এই হতদরিদ্র অবস্থা ‘ট্যাক্স বোল’ সৃষ্টিতে রসদ জোগাচ্ছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে যে তারা সরকারের খাতের সেবার জন্য যে কর দিচ্ছে, তা থেকে তারা কোনোই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। আর একই সঙ্গে সবচেয়ে ধনীরা আর কর দিচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পর এসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে শক্ত দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো ভেঙে পড়ছে। মাখোঁর রাজনৈতিক কৌশল হলো, তিনি উগ্র ডানপন্থীদের যে ভাষায় আক্রমণ করেন, বামপন্থীদেরও একই ভাষায় আক্রমণ করেন। মাখোঁর এই কৌশল উগ্র ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে নেওয়া আমাদের অবস্থানকে খাটো করে দিচ্ছে।

অতি ডানেরা স্বাভাবিক কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়। ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়নগুলো কর্মক্ষেত্রে বর্ণবাদ ও সেমেটিকবাদবিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা শুরু করার এখনই সময়।

সুফি বিনে ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়নের একজন সংগঠক গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মৃত্যু কৃষকের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় জলে তোরে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। হঠাৎ নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় জলে ডুবে মৃত্যু হল এক চাষীর। তিন দিনের মাথায় উদ্ধার হল মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম বিদ্যুৎ বিশ্বাস, বয়স ৪৬ বছর।কৃষ্ণগঞ্জের খাটুরা গ্রামে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কৌশিক তরফদার বলেন,গত মঙ্গলবার বিকেলে গরু নিয়ে ইছামতি নদী পার করার চেষ্টা করছিলেন,উল্লেখযোগ্য বিষয় ইছামতি নদীর উৎস মুখে জল নেই ,ইছামতি নদীর বুকের উপর দিয়ে চলে সমস্ত রকম যানবাহন।নদীর বুকে প্রচুর কচুরিপানা তৈরি হয়েছে।হঠাৎ মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীর জল প্লাবিত হয়ে ইছামতি নদীতে প্রবেশ করে।নদীতে ব্যাপক জল বেড়ে যায়,সেই জলে তলিয়ে যাই কৃষক বিদ্যুৎ বিশ্বাস,যদিও তারপর থেকে লাগাতার খোঁজখবর শুরু করে পরিবারের সদস্যরা।দেহ উদ্ধারের জন্য নামানো হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের টিমকে,তবুও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি দেহ। বৃহস্পতিবার দুপুরে অবশেষে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের প্রচেষ্টায়ওই মৃতদেহ উদ্ধার হয়।পরিবারের লোকজন জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে যে জল ছাড়া হচ্ছে,সেই জল হঠাৎ ইছামতি নদীতে চলে আসে,আর সেই কারণে অকালে প্রাণ গেল তার।জানা যায় বারো মাস এই ইছামতি নদীতে জল থাকে না বললেই চলে,কিন্তু হঠাৎ জল স্তর হু হু করে বেড়ে যায়।দুপুরে মৃতদেহ উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ দেহটি কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।ঘটনায় শোকাহত গোটা এলাকার মানুষ,পাশাপাশি কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।

কোটালে বিপর্যয়, বন্ধ মণ্ডপ তৈরির কাজ

নকীব উদ্দি গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: টানা বৃষ্টির জেরে চার দিন ধরে বন্ধ ছিল মন্ডপ তৈরি করার কাজ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আবারও কর্মীরা এসে মন্ডপ তৈরি করার কাজ শুরু করেন।

কিন্তু বেলা বাড়তেই ঘটলো বিপর্যয়। পূর্ণিমার ভরা কোটালে জলমগ্ন হয়ে পড়লো পুরো পূজা মন্ডপের এলাকা। বাধ্য হয়েই কাজ বন্ধ করে দিয়ে কর্মীদের চলে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে কাকদ্বীপ ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের পুজোর প্রস্তুতি। এখন কিভাবে পূজা মণ্ডপের কাজ শেষ করবেন, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ প্রায় ৩১ বছর ধরে কাকদ্বীপের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনা মাঠে ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এই মাঠটি কালনাগিনী নদীর ধারে অবস্থিত। মাঠটির পরিধি অনেক বড় হওয়ার কারণে পূজা মন্ডপের পরিবেশও খুব সুন্দর ভাবে সেজে ওঠে। এ বছর এই ক্লাবের পুজোর থিম রয়েছে পুরোনো রাজবাড়ি। তাই মাঠের বৃহৎ এলাকা জুড়ে পূজা মন্ডপ তৈরীর কাজ চলছে। গত প্রায় একমাস আগে থেকে পূজা মন্ডপ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।এদিকে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে দুর্গোৎসব। যদিও রাত জেগে কর্মীদের কাজ করার জন্য পূজা কমিটির পক্ষ থেকে মন্ডপের সামনে লাইটও লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। জোয়ারের সময় রাতেও নদীর জলে ডুবে যাচ্ছে মন্ডল।

সাংগঠনিক আলোচনা ও কারামন্ত্রীকে সংবর্ধনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি জেলার বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার মুকুটে ফের একটি পালক জুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে কারামন্ত্রীর দায়িত্ব পান।সেই প্রেক্ষিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কারামন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।সেরূপ বৃহস্পতিবার খয়রাশোল ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে পুষ্পস্তবক,শাল সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।পাশাপাশি একই মঞ্চ থেকে ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।প্রতিটি অঞ্চল ধরে ধরে সাংগঠনিক বৃদ্ধি এবং সকলকে নিয়ে চলার বার্তা দেওয়া হয় এদিনের সভা থেকে।খয়রাসোল ব্লক চার জনের যে কোর কমিটি তাদের বোঝাপড়া এবং সকলকে নিয়ে চলার প্রেক্ষিতে এইবার লোকসভা ভোটে খয়রাসোল ব্লক থেকে তৃনমূল কংগ্রেস ভোটে লিড পেয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতকে পাঁচটি করে পাকারাস্তা উপহার দিতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়ে যাবে।সেই সাথে রাস্তা সংস্কার ও হবে বলে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ,রাজ্য যুব তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃনাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল কুমার গায়েন এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে প্রমুখ নেতৃত্ব।

বন্যায় মাচা করে বাস ঘাটালে, পানীয় জল ও খাবার নিয়ে হাজির হলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: কয়েকদিনের ভয়াবহ বন্যাতে সকলকেই উদ্ধার করা গিয়েছে এমন নয়। উদ্ধার কার্য অব্যাহত। অনেকেই সমস্ত পরিস্থিতি নিজেদের ডুবে যাওয়া বাড়িতে থেকেই মোকাবেলা করার জন্য বসে রয়েছেন। মাচা করে জলের ওপরে ছোট বাচ্চা ও পরিবার নিয়ে কাটাচ্ছেন অনেকেই। নেই পানীয় জল ও পর্যাপ্ত খাবার। তাদের জন্য পানীয় জল খাবার ও সমস্ত ত্রাণের সামগ্রী নিয়ে অতর্কিত হাজির হলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিঝ্য বিভাগের প্রধান সুরেন্দ্র গুপ্ত, জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদরী।

জলে ডুবে থাকা পরিবারটির একেবারে মাচার তলাতে নৌকা নিয়ে পৌঁছে যেতে সমস্যা হয়নি জেলা শাসকের। ঘাটালের প্রত্যন্ত গ্রামের ডুবে থাকা এমন শতাধিক পরিবারের কাছে সারাদিন ঘুরে খাবার ও ত্রানের সামগ্রী বিলি করলেন মুখ্য সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত ও জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদরিসহ আধিকারিকরা।

প্রায় চার দিন ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও খড়গপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত। প্লাবিত মেদিনীপুর সদরের বিভিন্ন এলাকা। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ঘাটাল মহাকুমা। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও, মানুষের কষ্ট খুব একটা কমেনি। পানীয় জল ও খাবারের জন্য কষ্ট শুরু হয়েছে। প্রচুর মানুষকে উদ্ধার করে রাখা হয়েছে তা শিবিরে। প্রত্যন্ত ডুবে থাকা এলাকাতে বৃহস্পতিবার দিনভর খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন জেলাশাসক ও মুখ্য সচিবের কয়েকটি ত্রাণ বোঝাই নৌকো।

জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদেরী জানিয়েছেন "জেলার পরিস্থিতি এখনো ভয়ংকর বলা যায়। তবে সমস্ত দিকে নজর রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি উদ্ধার ও মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। আশা করছি কোন মৃত্যুর ঘটনা বা খারাপ কিছু হতে দেব না"

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ বন্যা গ্রস্ত। যাদের মধ্যে ৬ হাজার মানুষকে উদ্ধার করে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। বন্যার জলে ডুবে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ ছিন্ন করা হয়েছে ৮০ হাজার গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ। আড়াই লক্ষের বেশি কৃষকের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রায় এক লক্ষ হেক্টর শস্য ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধারকারী টিম সক্রিয় রয়েছে। যেখানে এনডিআরএফ এর টিম রয়েছে দুটি, এসডিআরএফ রয়েছে চারটি, মোট ১৫টি স্পিড বোর্ড কাজ করছে বন্যাকবলিত এলাকাতে। এখনো পর্যন্ত ৭০ জন প্রসুতিকে উদ্ধার করা হয়েছে বন্যায় আটকে থাকা অবস্থা থেকে। যাদের মধ্যে অনেকেরই সুস্থ প্রসব সম্ভব হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়েছিলেন ১০ জন। তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসা হচ্ছে এবং সকলেই সুস্থ বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক খুরশেদ আলী কাদেরী। বিভিন্ন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রায় ৩০ হাজার ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। ১১ লক্ষ পানীয় জলের পাউচ বন্যা কবলিত এলায় এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে আড়াই লক্ষ পানীয় জলের পাউচ প্রস্তুত হবে এমন মেশিন কাজে লাগানো হয়েছে। তবে নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে জল কমার সাথে সাথেই। তাহলে বিভিন্ন জায়গায় চাষের জমি যেগুলি কংসাবতী নদীর পাড়ে ছিল সেখানে ধস নামতে শুরু করেছে। যেমন মেদিনীপুর সদর ব্লকের ওপরডাঙ্গা, ভাটপাড়া সহ-সংলগ্ন এলাকাতে।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিককের বাড়িতে দুই লক্ষ টাকার চেক নিয়ে হাজির মন্ত্রী

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে গত রবিবার বন্ধুর হাতে খুন হয়েছিল মালদহের কালিয়াচকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আব্দুর রহমান। ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তার পরিবারের আবেদনগুলির কথা শোনেন ও সবরকম পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন মন্ত্রী। এদিন বৃহস্পতিবার মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের তথা স্ত্রী হাজেরা বিবির হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াচক-১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সত্যজিৎ হালদার, মালদা জেলা পরিষদ কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান, কালিয়াচক-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মদক্ষ কামাল হোসেন, আব্দুল লাহিল মামুন, আইরিন বানু সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, মুম্বাইয়ের কালিয়ানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন তিনি। একই ঘরে থাকতেন তিন বন্ধু, প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় কাজ সেরে রাত্রীতে ফোনে পরিবারের স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ের সাথে কথা বলেছিলেন মৃত আব্দুর রহমান। রাত পেরিয়ে ভোরের সময় তারই ঘরে থাকা অন্য এক বন্ধু সালিম সেখ তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাথায় ও বুকে মেরে পালিয়ে যায়। ওই সালিম সেখের বাড়ি মালদার কালিয়াচকের জালালপুরের ফতেখানি এলাকায়। তবে ওই সালিম সেখকে তৎক্ষণাৎ মুম্বাইয়ের কালিয়ান স্টেশন থেকে গ্রেফতার করেছে মুম্বাই পুলিশ। এদিকে তার পরিবার ঘটনা জানার পর দিশেহারা হয়ে যায় স্ত্রী ও এক কন্যা। তার স্ত্রী ওই সালিম সেখের ফাঁসির দাবিও জানান এবং পরিবারে অনটনে অবস্থায় সরকারি সুযোগ সুবিধার আবেদন জানান স্ত্রী হাজেরা বিবি।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, আমরা গত ১৬ তারিখ অর্থাৎ সোমবার জালালপুর ফতেখানিতে এসেছিলাম। এখানে একজন পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল মহারাষ্ট্রে এবং সেখানে কাজ করতে গিয়ে একজন খুন করেছে এবং সে গ্রেফতারও হয়েছে যাইহোক সেটার তদন্ত চলছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং তিনি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তার সাথে সাথে আমাদের আর্থিকভাবে ২ লক্ষ টাকার চেক আমাদের মাধ্যমে তুলে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফে সেই চেক দেওয়ার জন্য এসেছিলাম এবং আগামী দিনে যত ধরনের সুবিধা তারা পাবেন আমরা বিডিওকে বলেছি তার শীঘ্রই বিধবা ভাতা চালু ও এছাড়াও আরও চল্লিশ হাজার টাকা তারা পাবেন। এছাড়াও বলেন, বহু পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন যারা বাইরে কাজ করতে যান। বিশেষ করে বিল্ডিং এর কাজ করতে যায় এবং বহুতলে কাজ করতে গিয়ে পড়ে মারা যায়। সেক্ষেত্রে যদি পরিযায়ী শ্রমিকদের পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন না থাকে তাহলে আমরা ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহযোগিতা করতে পারছি না তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া। আমি অনুরোধ করব যারাই পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন তারা যেন অবশ্যই শ্রমিকদের পোর্টালে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন। এটা করে রাখলে অন্তত পরিবার আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উপকৃত হবে।

সুন্দরবনে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার পাঠ দিয়ে যাচ্ছেন সমাজসেবী ফারুক

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বছরের পর বছর কুমির, বাঘ ও প্রকৃতির বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। আইলা, বুলবুল, অথবা ইয়াস এর মতন ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনকে বারবার তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। আজও সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষরা ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই করে চলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কবলে পড়ে নদী বাঁধ ভেঙে বারে বারে নদীর নোনা জলে প্লাবিত হতে হয়েছে সুন্দরবনবাসীদের! এমনকি এই প্লাবনের সময়ে কোন রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার নদী ভাঙ্গনের ফলে জলের তোড়ে কত যে মৃত্যু দেখতে হয়েছে সুন্দরবনবাসীদের তার ঠিক ঠিকানা নেই! তাই সুন্দরবনবাসীদের বিনা খরচে কিভাবে এরকম বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে মঙ্গলবার সেই পাঠ দিতে দেখা গেল সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদারকে। তিনি এদিন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিকারী পাড়াতে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠান কে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেকের পরিবারের যুবকদের হাতে সরঞ্জাম তুলে দেন। ও কিভাবে লাইফ জ্যাকেট বানাতে হয় তার পাঠ দিলেন। এবং সেই সঙ্গে এদিন তিনি লাইফ জ্যাকেট বানিয়ে ঐ গ্রামের একটি পুকুরে তাদেরকে সাঁতারও কাটালেন। এক কোথায় বললে বলা যায় ফারুক আহমেদ সরদার এদিন হাতে কলমে লাইফ জ্যাকেট তৈরী ও তার ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরবনের ঐ গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসীকে। তার এমন উদ্যোগকে এলাকার মানুষজনেরা সাধুবাদ জানিয়েছে।

ছবি: নুরসেলিম লস্কর

বিশ্ব নবী দিবস রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙ্গা কে এস এইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব নবী দিবস।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মহঃ সেলিম ও তরিকুল হক এর কেরাত ও নাতে রসুল (সাঃ) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

বিশ্ব নবীর জীবনাদর্শ নিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক নুরুল হক। মাদ্রাসার সুপার সাহেব নবী (সাঃ) এর জীবনের সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিরাতের রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান।

মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি সাইফুদ্দিন সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ফের সামশেরগঞ্জে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান সামশেরগঞ্জে। বৃহস্পতিবার সকালে সামশেরগঞ্জের বোগদাদনগর অঞ্চলের ১৩৪ নম্বর বুথের কংগ্রেস নেতা তথা পঞ্চায়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী মোস্তাফিজুর রহমান সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। সামশেরগঞ্জের পুঠিমারিতে বিধায়কের নিজস্ব বাসভবনে তাদের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূলে স্বাগত জানান সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। কিষান সেলের বোগদাদনগর অঞ্চল সভাপতি তথা ১৩৪ নম্বর বুথের মেম্বারের প্রতিনিধি রাবীকুল ইসলামের নেতৃত্বে এদিন তৃণমূলের পতাকা ধরেন তারা। এসময় বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সহ সভাপতি মাষ্টার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, বোগদাদনগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাদেমান আলি, প্রধান প্রতিনিধি নওশাদ আলি, যুব সভাপতি ইবনে সাউদ, শিক্ষক কালাম আজাদ, কিষান সেলের বোগদাদনগর অঞ্চল সভাপতি তথা ১৩৪ নম্বর বুথের মেম্বারের প্রতিনিধি রাবীকুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্বচ্ছতা রক্ষায় ঝাঁটা হাতে আধিকারিকরা

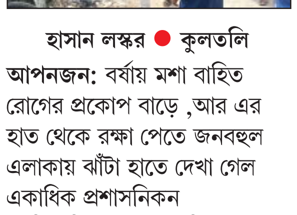

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: বর্ষায় মশা বাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ে ,আর এর হাত থেকে রক্ষা পেতে জনবহুল এলাকায় ঝাঁটা হাতে দেখা গেল একাধিক প্রশাসনিকন আধিকারিকদের কুলতলিতে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় ও জালাবেড়িয়া এক নম্বর অঞ্চলের উদ্যোগে ছয় ও সাত নম্বর জালাবেড়িয়া রতিকান্তর মোড় সংলগ্ন হাটে স্বচ্ছতা দূরীকরণে দেখা গেল জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের। এ বিষয় নিয়ে জালাবেরিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্প পরিকাঠামো সঞ্চালক আবু বক্কর সরদার বলেন, জালা বেরিয়া অঞ্চলে আমরা এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করছি কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক চন্দন বৈদ্যের কথা কুলতলীকে প্লাস্টিক মুহূর্ত ও আবর্জনা মুক্ত করার চেষ্টা তো আমরা চালাচ্ছি। সর্বস্তরের মানুষ এতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান বিডিও সৌরভ দাশগুপ্ত।

চাপড়ায় সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী দিল জোট

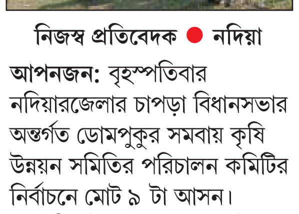

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার নদিয়ারজেলার চাপড়া বিধানসভার অন্তর্গত ডোমপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচনে মোট ৯ টা আসন। সবকটিতেই কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং গ্রামবাসীর সমর্থিত জোট প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী পদপ্রার্থী তথা কংগ্রেস নেতা আলিবুদ্দীন খানের নেতৃত্বে। তিনি বলেন, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ মানুষের উপর অমানবিক বর্বরতা অত্যাচার ও দুর্নীতি রুখতে সাধারণ মানুষ ঐক্য বদ্ধ হয়েছে তাই আমরা ডোমপুকুর গ্রামের কৃষকদের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বার্থে সঠিক ভাবে সমস্ত পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীর পূর্ণ সমর্থনে সমস্ত আসনে মনোনয়ন দাখিল করলাম। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন সহ বিরোধী পক্ষ পদপ্রার্থী এবং ভোটারদের নিরাপত্তা দিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গোডাউনের ছাদ ভেঙে আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ার জে এন মুখার্জি রোডের একটি ছাঁট গেঞ্জি কাপড়ের গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ে ভোররাতে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় আনুমানিক ৪ জন আটকে ছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ। সেই সময় ৯ জন শ্রমিক ওই গোডাউনের ভিতরে ঘুমোচ্ছিলেন। তখনই আচমকা ঘটে দুর্ঘটনা। ৫ জন নিজেরাই বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ৪ জন ভিতরে আটকে পড়ে। ছাদ ভেঙে পড়েই ঘটে ওই ঘটনা। পুলিশ ও দমকল তৎপরতার সঙ্গে কাজ করলেও এদের সকলকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, ৩ জনের এখনো ভিতরে আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ধার কাজ চলছে।

লাভপুরে বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৃণমূলের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লাভপুরে বন্যা কবলিত ঠিবা অঞ্চলে আজ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গ্রামের মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাপতির কাজল শেখ, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল, নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, লাভপুরের ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্য তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ। প্রায় দুই হাজার পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রিক পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ত্রাণ সামগ্রীতে নৃত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ছিল । জানা যায় ত্রাণ সামগ্রিক মধ্যে ১৫ রকমের খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী ছিল। এছাড়া বীরভূম জেলায় আরো বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হবে বলে জানান বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।এছাড়াও সমস্ত রকমের ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান ঠিবা অঞ্চলে বারবার বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা কবলিত হচ্ছে তার জন্য সঠিকভাবে মেরামত করা হবে বলে জানান। আগামী দিনে এলাকার মানুষ এইভাবে বন্যাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে বাঁধ মেরামতি ব্যবস্থা করা হবে।

জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও

আপনজন: শ্রমিকের পারিশ্রমিক চাই দাবিতে সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে বারাসত জেলাশাসকের দফতরর ঘেরাও করা হল কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে। এক'শ দিনের কাজের শ্রমিকদের (জবকার্ড হোল্ডার ও সুপারভাইজার) বকেয়া পরিশোধের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এদিন জেলাশাসকের মূল গেট প্রায় দু'ঘন্টা বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা উঠে যায়।

প্রথম নজর

আলিপুরে শুরু হল 'সৃষ্টিশ্রী মেলা'

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: 'শ্রী' শব্দের সাধারণ অর্থ 'সুন্দর'। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এমন প্রচুর জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীকে কিছুটা তুলে আনা যায়। রাজ্য সরকারের তেমনই একটি প্রকল্প 'সৃষ্টিশ্রী মেলা'।

গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরে শুরু হলো 'সৃষ্টিশ্রী মেলার'। এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালী ও এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ।

জেলার মোট ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই মেলায় অংশ নিয়েছে। নব প্রশাসনিক ভাবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে মোট ১২ টি স্টল দেওয়া হয়েছে।

এই প্রাক-শারদীয়া হস্ত শিল্পের মেলা চলবে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হস্ত শিল্পের প্রতিভাকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে এই মেলার মাধ্যমে। সভাধিপতি বলেন, এই ধরনের মেল বর্তমান সমাজে খুবই প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়েই গ্রামের মহিলারা নিজেদের প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারবেন।

গলসিতে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে উদ্ধার হলো এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে পূর্ব বর্ধমানের গলসির বিক্রমপুর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম অভিজিৎ বিশ্বাস। বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। বাড়ি গরস্বা এলাকার দক্ষিন ভাষাপুর গ্রামে। স্থানীয়রা জানান, এদিন বিকেল নাগাদ বিক্রমপুরের কাছে দামোদর এর বাঁধে একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো ব্যাবস্থা করে।

জানা গেছে, মৃত যুবকের বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী ও পনেরো দিনের একটি সন্তান আছে। কিছুদিন আগে তার স্ত্রী বিক্রমপুরে আসেন। এদিন তিনি স্ত্রীকে দেখতে বিক্রমপুরে আসেন বলে জানতে পারা গেছে।

স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক অশান্তির কারণে ওই দুর্ঘটনা। তবে কি কারনে ওই দুর্ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে গলসি থানার পুলিশ।

ডোমকলে বিধানসভার প্রতিনিধিদল

আপনজন: ডোমকল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দফতর পরিদর্শনে এল বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও তাদের এক প্রতিনিধি দল। ডোমকল পৌরসভা ও পুর এলাকা পরিদর্শন করে খুশি চেয়ারম্যান সহ পরিদর্শন টিম।

ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চালু হল পুলিশ ক্যাম্প

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: আরজিকর কান্ডের পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানো হল।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হল পুলিশ ক্যাম্প। আপাতত একজন অফিসার ও দুজন কনষ্টেবল ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকছেন। পরে সংখ্যাটা বাড়ানো হবে বলে পুলিশ সুত্রের খবর।পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরাই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পুরাতন বিল্ডিং ও নতুন মাতৃমা বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার কাজ ২৪ ঘন্টা দেখভাল করবেন।

উল্লেখ্য প্রতিদিন রাতে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতাল ও তার আশপাশ এলাকায় জুয়া ও মদের আসর বসে। তার মধ্যেই দিয়েই হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের যেমন যাতায়াত করতে হয় তেমনি কর্তব্যরত নার্সদের কেউ ফিরতে হয় কোয়াটারে। বারবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোনো ভাবেই সেই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হচ্ছিল না। আর জি কর কাণ্ডের পর করে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।শুক্রবার বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল রূপান্তর সেনগুপ্ত আসেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই মূলত পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিংয়ের মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম কুমার মন্ডল। হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে কোথায় কি সমস্যা আছে তা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি হাসপাতালে পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে জানিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ আধিকারিকের কথা মতো এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চালু হল পুলিশ ক্যাম্প।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প চালু হওয়ায় রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনের খুশি।

মৌসুনি দ্বীপে পর্যটক কটেজে আগুন

নকীব উদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: মৌসুনি দ্বীপে টুরিস্ট কটেজে ভয়াবহ আগুন। বৃহস্পতিবার দিন ভোরে একটি বেসরকারি কটেজে হটাৎ আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। কিছু করার আগে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা কটেজে । স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। মুহূর্তে মধ্যে গোটা কটেজ টি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় । স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় মানুষরা আগুন নেভানোর কাজ করতে এগিয়ে আসলেও আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি আগুন নেভানোর কাজ করতে পারেনি। ফলে কটেজে থাকার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এই আগুন জ্বলতে থাকে এমনকি ওই কলেজের রান্না ঘরের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার থাকার কারণে বাস্ট করে তবে কি কারণে আগুন লেগেছে তা প্রাথমিকভাবে বোঝা না গেলেও প্রশাসন মনে করছে শর্ট সার্কিট এর মধ্যে দিয়ে এই আগুন লাগতে পারে। ওই কটে যে থাকা সুরজিৎ দাস বলেন বৃহস্পতিবার দিন প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। সকালের দিকে তারপর পুরো কটেজ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ভিতরে যে সকল জিনিস ছিল কোন কিছু সরানো উপায় ছিল না। তবে কোন কলেজের মধ্যে পর্যটকরা না থাকার কারণে সেভাবে কোন বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে পটেজের সমস্ত কিছু পুড়ে যাওয়ার ফলে পুজোর মুখে এভাবে দুর্ঘটনার হওয়ার কারণে অনেকটাই ভেঙে পড়েছে ওই কটে যে থাকার কর্মচারীরা কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই পুজোর শুরু তারপরেই এই মৌসুনি দ্বীপে বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যটকরা এসে এখানে থাকেন নতুন করে আবার কটেজ তৈরি করতে তা অনেক টাকার খরচ। তাই ভেবে উঠতে পারছে না কি করবে ওই কটেজের মালিকপক্ষ। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন কিভাবে এই আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা।

ফ্লাড সেন্টার ও বন্যা পরিদর্শনে মন্ত্রী অরূপ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: চিরকালই বাংলাকে বঞ্চনা করা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষ যখন উৎসবে সামিল হবে তখন এভাবে জলে ডুবিয়ে দেওয়া এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু না, রায়না দুই ব্লকের পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রকে কটাক্ষ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ডিভিসি-র ছাড়া জলে প্লাবিত জামালপুরের দামোদর নদের তীরবর্তী এলাকা, খোলা হয়েছে ফ্লাড সেন্টার। এলাকা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, শম্পা ধারা ও অলোক মাঝি সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণে দামোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদীতে জলস্ফীতি বাড়ে। তার উপর প্রচুর পরিমাণে ডিভিসি জল ছাড়ায়, জলমগ্ন হয়ে পড়ে রায়না ২ ব্লকের বড় বৈনান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সুবলদহ এলাকার সুবলদহ রাসবিহারী বসু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার এই শিবির পরিদর্শনে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন মন্ত্রী।

পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, চিরকালই বাংলাকে বঞ্চনা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

হাওড়া তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের 'সিরাতুন্নবী' অনুষ্ঠানে ছয় ধর্মীয় নেতার সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ধর্মীয় আদর্শকে তুলে ধরতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল। বুধবার হাওড়া শরৎ সদন অডিটোরিয়ামে তৃণমূলের শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি শেখ গোলাম মোরসালিমের (সিমুল) তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের পাশাপাশি ছয়'টি ধর্মের ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত থেকে সম্প্রীতির বার্তা দেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনকে পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদস্মারক উপহার হিসাবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। 'সিরাতুন্নবী' আলোচনা সভার সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। কুরআন তেলাওয়াত করেন বিশ্ববরেণ্য ক্বারী আসামের মঞ্জুর আহমেদ। এরপর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা একে একে বিশ্ব নবীর জীবনাদর্শ ধরে সম্প্রীতির বার্তা দেন। বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী পরমানন্দ বলেন, 'আমি হিন্দু এবং ইসলামের মধ্যে মিশে আছি। আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে মুসলিম মা আমিনা বিবি।' এদিন তিনি নিজের জীবন থেকে সম্প্রীতির গল্প তুলে ধরে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশ্বনবীর হাদিস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের মহারাজ মোরাল ভাই। অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু কর্নেল সরদার সিং, জৈন ধর্মের ধর্মগুরু কে সি জৈন, শিখ ধর্মের রাজ্য সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বচন সিং সরল জি প্রমুখ। সিরাতুন্নবীর অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করে ওয়াকাফ সংশোধনী আইন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতায় সরব হন অল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালেব রহমানী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব নবীর জীবন আদর্শের অনুসরণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলম কাসেমী। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি শেখ গোলাম মোরসালিম (সিমুল)। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌরসভা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর চেয়ারম্যান ডঃ সুজয় চক্রবর্তী, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ, রাজ্য সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ফরিদ খান, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেন সহ মোক্তার আলী, সৈকত চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার প্রমুখ।

হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ বৈঠক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে পুলিশের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায়, বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিন্দিতা দাস সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালে নিরাপত্তার উপরে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়। এদিনের বৈঠকে হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা, লক বুক, মহিলা কর্মীদের সেফটি ও সিকিউরিটি সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। জানা গিয়েছে, এখন থেকে এই ধরনের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বৈঠক নিয়মিত করা হবে। এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'আমরা এখন নিয়মিত বিভিন্ন হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছি। যে সমস্ত বিষয়গুলির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলি হল- হাসপাতালে প্রবেশ এবং বহির পথে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে কিনা, হাসপাতালে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কিনা, প্রাইভেট সিকিউরিটির দায়িত্বে যারা রয়েছে তাঁদের পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের সেফটি ও সিকিউরিটির বিষয়ে তাঁদের সাথে কথা বলা। লকবুক এর ব্যবস্থা, পুলিশ টিম এবং উইনার্স টিম নিরাপত্তার বিষয়ে হাসপাতালে কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয় গুলো অবগত করা।' এ বিষয়ে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ডা: দেবব্রত দে জানান, 'আগামী ১৪ দিন পর আবার একটি রিভিউ মিটিং করা হবে। আমাদের আজ সদর্থক আলোচনা হয়েছে।

বেগম রোকেয়া ভবনে মাদ্রাসা পর্ষদের দুদিনব্যাপী কর্মশালা

মতিয়ার রহমান ● বিধাননগর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানে কলকাতায় বেগম রোকেয়া ভবনে ১৮ এবং ১৯ সে সেপ্টেম্বর এই দুই দিনব্যাপী সারা পশ্চিমবঙ্গে ফাজিল কোর্স রয়েছে এমন প্রায় ৭৭ টি সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারেনটেনডেন্ট এবং টিচার ইনচার্জ দের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা, মার্কস বিতরণ, এবং সিলেবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা । কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি তথা আলিয়া ইউনিভার্সিটি প্রাক্তন উপাচার্য ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন, সচিব শেখ আব্দুল মান্নাফ আলি, উপসচিব ডক্টর আজিজার রহমান, এম এ এন্ড এম ই এর সচিব ওবায়দুর রহমান , পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হুসেন, এছাড়া কর্মশালায় এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক মোঃ মনজুর আলম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশরাফ মন্ডল। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যুক্ত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষাবিদ মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। পর্ষদ সভাপতি তার বক্তব্যে নতুন শিক্ষানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফাজিল বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা, বিষয় ভিত্তিক সিলেবাস ও প্রশ্নের ধরন ইত্যাদি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা সময়োপযোগী এবং সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ২০০ বছর আগে একটি ভুল আমরা মুসলমানরা করেছিলাম সেই ভুলটার না যেন আর পুনরাবৃত্তি ঘটে । তিনি তার নিজের লেখা 'উনিশ শতক ফিরে দেখা 'এই বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনিশ শতক ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে ইংরেজদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই অন্যদিকে আধুনিকতার অভিমুখের সূচনা । আমরা যারা বাঙালি মুসলমান যুগ-যন্ত্রণা শরিক হয়ে একদিকে ইসলামিকতা অন্যদিকে আধুনিকতার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম, যখন আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল অর্থাৎ আমরা কোন দিকে যাব কোন পথে গিয়ে আমাদের ধর্মকে রক্ষা করব। উপরন্ত রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই। এইরকম পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সোপান অর্থাৎ লড়াইয়ের যে আত্মশক্তি সেদিন আমরা পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা থেকেই পেয়েছিলাম। সেই সময় মাদ্রাসা শিক্ষাই আমাদের আত্মপরিচয় অর্থাৎ আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে উদ্ধার করেছিল। তিনি আরও বলেন, ২০০ বছর আগে যে ভুলটি আমরা করেছিলাম অর্থাৎ ইংরেজি বিদেশি ভাষা, ইংরেজি শিখলে আমাদের ধর্ম যাবে এই ভেবে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে আমরা সেই ভুল শুধরে আবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তাই বলবো যতই সমস্যা থাক না কেন কেউ এসে আমাদের সমস্যা সমাধান করে দেবে না। আমাদের নিজেদের কথা নিজেদের ভাবতে হবে। নতুন প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বজায় রেখে আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাবওয়ের দাবি তুলে বিক্ষোভ সিঙ্গুরে

সেখ আবদুল আজিম ● সিঙ্গুর

আপনজন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় সাবওয়ে সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু সাবওয়ে আজও নির্মিত হয়নি। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের কাছে মন্ত্রী বেচারাম মান্না (সিঙ্গুরের বিধায়ক) বারংবার রেল দফতরের কাছে আবেদন করলেও কর্ণপাত করেনি। অনেক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত করেন। সিঙ্গুর গোলাপ মোহিনী মল্লিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রেললাইন পারাপারে যাতে কোনোরকম সমস্যা না হয়, তারজন্যে এদিন সাবওয়ের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরাট বিক্ষোভ কর্মসূচি হয় সিঙ্গুর ১নং রেলওয়ে প্লাটফর্মে। নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডা. করবী মান্না সহ স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

ব্যবসা করতে ইমামদের সামগ্রী দিয়ে সাহায্য

জাকির সেখ ● সোনারপুর

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হল শান্তি ও সম্প্রীতি সভা। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরু ও সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সোনারপুরের জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬০ জন ইমাম সাহেবকে ব্যবসার জন্য চল্লিশ হাজার টাকার বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় ইমামদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সাহায্য করা হলো। আগামীতে রাজ্যের দশ হাজার ইমাম সাহেবকে ব্যবসার জন্য সাহায্য করা হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় সংহতি, স্কুল ছুটদের স্কুলে ফেরানো, হজ সচেতনতা, বাল্যবিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য ইমাম সংগঠনের সভাপতি মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান মুস্তাফিজ হাশমি, স্বামী পরমানন্দ মহারাজ, ফাদার সঞ্জীব কুমার দাস, বিজলী রহমান, মাওলানা আবু সুফিয়ান, মাওলানা আব্দুল হাকিম, মাওলানা আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

দুর্নীতি মুক্ত করতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ঘেরাও

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আর জি কর ঘটনার প্রেক্ষিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের তীব্রতা এখনো অটুট। তরুণী চিকিৎসক খুনের রহস্য উদঘাটনের সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে পাঠরতদের উপর যে নানান ধরনের দাদাগিরি সেসমস্ত ঘটনার কথা ও সম্মুখে উঠে এসেছে। যেটা মূলত থ্রেট কালচার হিসেবে পরিগণিত। সেরূপ থ্রেট কালচারের মাধ্যমে পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার আবারও সরগরম হতে দেখা যায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। থ্রেট কালচারের অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই প্রেক্ষিতে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ করবী বড়ালকে ঘেরাও করেন। পাশাপাশি অন্য দুই চিকিৎসক অধ্যাপককেও একই অভিযোগে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। যারা এই পরিক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার দুর্নীতিতে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? কাদের অঙ্গুলী হেলনে কিছু ছাত্রকে বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে? এইসমস্ত প্রশ্নে ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি। ঘেরাও যুক্ত অধ্যাপকরা অবশ্য যথারীতি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশ্নের মুখে জর্জরিত অবস্থা। অভিক দের মত বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত ছিল রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বলে জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য।মোবাইলে লোড করা অভিক দের ছবি দেখানো হয় প্রকাশ্যে। এনিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য এখান থেকেই পরিস্কার যে হাসপাতালে অভিক দের অবাধ যাতায়াতে কোনো বাধা বিপত্তি ছিল না।

প্রথম নজর

সন্দীপ ঘনিষ্ঠ অভীককে নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ জুনিয়র ডাক্তারদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সিবিআই-এর হাতে ধৃত আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ অভীক দে ২০২৩ সালে মালদা মেডিক্যাল কলেজের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে এবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৈরি হল নতুন বিতর্ক। সেই অনুষ্ঠানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বর-এর উপস্থিতিতে অভীক দে চিকিৎসকদের ডিগ্রি তুলে দিচ্ছেন এমনই ছবি তুলে ধরে তা পোস্টারিং করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ অভীক দে কেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে এসেছিলেন? কেনই বা তিনি ডাক্তারি পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের হাতে ডিগ্রি তুলে দিচ্ছেন তার ক্ল্যারিফিকেশন দাবী করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কলকাতার আরজি কর কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া সন্দীপ ঘোষের অন্যতম ঘনিষ্ঠ অভীক দে'র সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপার প্রসেনজিৎ বরকেও।

অভীক দে'র পাশে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা মেডিকেল কলেজের সুপারের পোস্টার মালদা মেডিকেল কলেজের দেওয়ালে টাঙিয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ২০২৩ সালের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে অভিক দে'র সাথে ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপার প্রসেনজিৎ বর। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা এই অভিযোগ তুলেই মালদা মেডিকেল কলেজের সুপারের ঘরের সামনেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। আর এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। এই পরিস্থিতি ঘিরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চত্বরে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না ঘটে হাসপাতালে মোতায়েন পুলিশ। বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দেখা গিয়েছে ২০২৩ সালের সেই অনুষ্ঠান মঞ্চের ছবি প্রিন্ট আউট করে পোস্টার লাগানো হয়েছে গোটা হাসপাতাল জুড়ে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বরের ঘরের সামনেই রয়েছে একাধিক পোস্টার। যেখানে দেখা যাচ্ছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারের উপস্থিতিতে অভীক দে চিকিৎসকদের ডিগ্রি তুলে দিচ্ছেন।এখন জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশ্ন, সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ অভীক দে কী কারণে মালদা মেডিকেল কলেজে আসতেন? এই প্রশ্ন তুলে চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিক্ষোভ জুনিয়র ডাক্তারদের। শুধু তাই নয়, মালদা মেডিক্যালেও 'থ্রেট কালচার' রয়েছে বলে অভিযোগ।

উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে 'অভয়া ক্লিনিক'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আর.জি করের তরুণী চিকিৎসকের স্মরণে 'অভয়া ক্লিনিক' চালু হল উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।রাজ্যের প্রতিটি জেলার পাশাপাশি উলুবেড়িয়ার বুকে আর.জি কর কাণ্ডের অভিনব প্রতিবাদ এটি বলা চলে।এই ক্লিনিকের মাধ্যমে জুনিয়র ডাক্তাররা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিলেন।" অভয়া" ক্লিনিক প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়র রেসিডেন্টটিয়াল ডক্টররস-সভাপতি ডাঃ শুভদীপ বোস জানান,এই ক্লিনিকনের মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন রোগী দেখা হয় এদিন। সবাইকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও তুলে দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে। সাধারণ মানুষের জন্যে এই ধরনের ক্লিনিক অনান্য জায়গাতেও করার চিন্তাভাবনা চলছে আমাদের।

মেটিয়াবুরুজে হাজি আব্দুর রসিদ মল্লিক স্মারক সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: বিশ্বনবী স: দিবস উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী মেটিয়াব্রুজ সাতঘরার শফিক কাঠগোলাতে রক্সি ড্রেসেসের উদ্যোগে নাতে রসূল স. ও কাশিদা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সারারাত ব্যাপী নাতে রসূল পরিবেশন হয়। শেষ দিনে ১০ ইসলামিক গজল কবিদের 'হাজি আব্দুর রসিদ মল্লিক স্মৃতি স্মারক' প্রদান এবং আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয় সাংবাদিক ও ইতিহাস বিশারদ আজিজুল হক সম্পাদিত গ্রন্থ -" মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ কর্মবীর হাজি আব্দুর রসিদ

মল্লিক।" প্রকাশ পর্বে উপস্থিত ছিলেন হাজি সাহেবের গজল সম্রাট ইসকে হাবিব, শিক্ষারত্ন নূরনবী জমাদার, সমাজসেবী হাজি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, সমাজসেবী আব্দুর রহিম মল্লিক, সমাজসেবী গোলাম ফারুক, আব্দুর রউফ মল্লিক, আব্দুর রহমান মল্লিক। সঞ্চালনা করেন হাজি শামসুদ্দিন আহমেদ।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার সহ ৫ দফা দাবিতে এসডিপিআই-এর প্রতিবাদ সভা বহরমপুরে

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ওয়াই এম এর মাঠ থেকে টেক্সটাইল কলেজ মোড় পর্যন্ত ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার ও ওবিসি সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ছাড়াও দেশজুড়ে বেড়ে চলা পিটিয়ে হত্যা, ধর্ষণ ও বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল এবং টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে সভা করল এস ডি পি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার দুয়েক কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ মানুষ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে, প্রতিটা ধর্ষিতাকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতে, বাঙালিদের নিরাপত্তার খাতিরে, প্রতিটা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার দাবিতে মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। শতাধিক দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ডে মিছিল প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। মিছিলে হাঁটেন দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (অর্গানাইজিং) হাবিবুর রহমান, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মোঃ জাইসুদ্দিন ছাড়াও আরও অনেকে। সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম বলেন– কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার মুসলিম ও দলিত-আদিবাসী বিরোধী যে সব পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে তা উদ্বেগজনক। সরকারের এমন পদক্ষেপের সর্বশেষ নজির মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। অথচ ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পাশ্চাতপদ মুসলিমদের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এই সম্পত্তি উৎসর্গ করেন। সরকার এই সম্পত্তি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে– যদিও মুসলমানরাই আজ দেশে সব চেয়ে। রাজ্য সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন দেশজুড়ে বেড়ে চলা পিটিয়ে হত্যা, গরুর মাংসের নামে নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন– সারা দেশজুড়ে চলছে নারী নির্যাতনের মহা তাণ্ডব। ধর্ষণ ও নির্মম খুন আজ জল ভাতের মতো, দিন দিন যা ভয়ানক হয়ে উঠছে। সরকার এই সব কে দমন করতে ও ন্যায় বিচার প্রদান করতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ– বিলকিস-'অভয়'রা যার প্রমাণ। শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক ক্ষেত্রে সরকারই অন্যায়কে প্রশ্রয় ও পালন করছে বিভিন্ন কৌশলে। চিকিৎসা সহ যাবতীয় শিক্ষা কাঠামোয় যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তা সারা দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তারই নির্মম শিকার আজকের আর জি করের মেধাবী ছাত্রী "অভয়া"। এই দুর্নীতির ফলে অযোগ্যরা হয় "যোগ্য", আর যোগ্যরা হয় "অযোগ্য"।

এপিডিআর এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী বলেন দেশে ফ্যাসিস্ট শক্তি আরএসএস বিজেপি সব ধরনের গরীব মানুষের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জমি, জঙ্গল, জল জবরদখল করছে। গত ছয় মাসে ১৬৫ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধিকার রক্ষা মঞ্চের চেয়ারম্যান ডাঃ এম হাসনাৎ বলেন ওয়াকফ সমস্যা মুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় সমস্যা। এখানে কারও কোন হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। মুসলিমরা প্রয়োজনে জীবন দিয়েও তা রক্ষা করবে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিচারধারাকে সম্মুখে রেখেই দেশের বিচার ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে জনসম্মুখে অসংখ্য উদাহরণ দেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম। বাবরি মসজিদ থেকে বিলকিস-এর মামলা, প্রতিবাদ করায় প্রতিনিয়ত মুসলিমদের বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বক্তব্যের মধ্যে আর জি কর-এর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভয়া সহ সকল ধর্ষিতার ন্যায় বিচারের দাবি ও দেশজুড়ে বেড়ে চলা বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালিকে তৎপর হওয়ার আবেদন করেন দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম।

ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে প্লাবিত সোনামুখী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বন্যা কবলিত সোনামুখীর দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায়, এখনো চোখে মুখে একরাশ আতঙ্ক ।

ডিভিসির ছাড়া জলে দামোদর নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় । দামোদর নদীর সেই জল সোনামুখীর দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্লাবিত করে । তৈরী হয় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি । সাধারণ মানুষের বাড়ি ভেঙে পড়ে হাজার হাজার বিঘা ফসল জলের তলায় চলে গিয়েছিল । বহু মানুষের বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল । তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে । এখনো অনেক সাধারণ মানুষের বাড়িতে জল রয়েছে । এখনো বহু ফসল জলের তলায় রয়েছে । সাধারণ মানুষের চোখে মুখে এখনো একরাশ আতঙ্ক । সমিতিমানা গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তা ভেঙে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাচার রোধে লোকপুর থানার সাফল্য

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অবৈধ চোলাই মদ পাচার রোধে পুলিশের বড় সাফল্য। লোকপুর থানার পুলিশের হাতে একশো লিটার অবৈধ চোলাই মদ ও মোটরসাইকেল সহ এক ব্যক্তি আটক।জানা যায় যে,লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ সোর্স মারফত খবর পেয়ে এএসআই অরূপ কুমার দাস, প্রশান্ত রায়, নয়ন ঘোষ, ফারুক আনোয়ার, সত্যেন্দ্রনাথ সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের দিয়ে স্থানীয় থানা এলাকার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বারাবন জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে নজরদারি চালানো হয়।সোর্সের সূত্র অনুযায়ী কিছুক্ষণ পরেই মোটরসাইকেলের পিছনে বস্তা ভর্তি এক আরোহীকে আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে একশো লিটার চোলাই মদ উদ্ধার হয়।পুলিশ একশো লিটার চোলাই মদ এবং মোটরসাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করে। সেই সাথে ধৃতকে থানায় নিয়ে এসে মদ পাচারের রুট সহ এই ব্যবসার সাথে জড়িতদের নাম জানার চেষ্টা করেন।ঘটনাটি বুধবার দুপুরের দিকে।

ধৃতের পরিচয়ে জানা যায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রামের পঞ্চু গোপ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।উল্লেখ্য

বীরভূম সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রাম থেকেই বেশিরভাগ চোলাই মদ পাচার করা হচ্ছে লোকপুর থানা এলাকা সহ দুবরাজপুর থানা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ চোলাই মদ পাচার রোধে লোকপুর থানা পুলিশের লাগাতার সাঁড়াশি অভিযানে দুবরাজপুর, কাঁকরতলা, লোকপুর থানা এলাকার বহু পাচারকারী সাইকেল, মোটরসাইকেল সহ ধরা পড়ে এবং সকলের জেলহাজত হয়।

দেশের সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা পেল মুর্শিদাবাদের বড়নগর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দেশের পর্যটন মানচিত্রে পরপর দু'বছর জয়জয়কার মুর্শিদাবাদের। গতবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের মানচিত্রে দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল নবগ্রাম ব্লকের কিরীটেশ্বরী গ্রাম। এবার ২০২৪ সালের দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের মুকুন্দবাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ 'বড়নগর' গ্রামকে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তা জানান। তিনি লিখেছেন, 'এরকম রত্নসম গ্রামগুলোকে ঠিকমতো তুলে ধরলে সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলাকে চিনতে ও জানতে পারবে।' আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

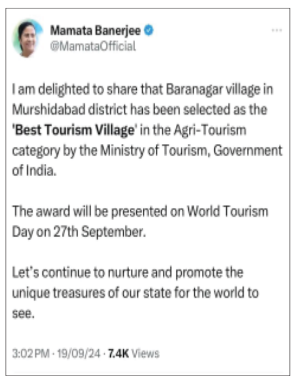

Mamata Banerjee
@MamataOfficial

I am delighted to share that Baranagar village in Murshidabad district has been selected as the '**Best Tourism Village**' in the Agri-Tourism category by the Ministry of Tourism, Government of India.

The award will be presented on World Tourism Day on 27th September.

Let's continue to nurture and promote the unique treasures of our state for the world to see.

3:02 PM · 19/09/24 · **7.4K** Views

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যকালে স্বামীর মৃত্যুর পর অবিভক্ত বাংলার নাটোরের মহারানী ভবানী চলে আসেন ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে আজিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন বড়নগর গ্রামে। সে সময় বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার রাজধানী বা সদর ছিল এই বড়নগর গ্রাম। এই গ্রামকে দ্বিতীয় বারানসী গড়ে তুলতে রানী ভবানী ১০৭ টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্যে অন্যতম ভবানীশ্বর শিব মন্দির। সেই মন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবদেবীর স্থাপত্য টেরাকোটার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। রানী ভবানী নির্মিত বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম ভাগীরথীর পাড়ে অবস্থিত টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ চার বাংলা মন্দির। টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ এই বড়নগর গ্রামকে দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক।

দেশের মানচিত্রে প্রথম স্থান অধিকার করায় গ্রাম জুড়ে খুশির আমেজ দেখা গিয়েছে বৃহস্পতিবার। এ বিষয়ে জেলার পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবব্রত রায় বলেন, 'গতবছর একইরকম ভাবে কিরীটেশ্বরী কে দেশের সেরা পর্যটন গ্রামের তালিকায় নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। এবছর সেই তকমা লাভ করল বড়নগর গ্রাম।'

মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজেরা বিবি বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ মুকুন্দবাগ অঞ্চলের বড়নগর গ্রাম দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামের মধ্যে সেরার শিরোপা পেয়েছে। এই খবর শুনে আমরা খুব খুশি। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব সেই গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে চেষ্টা করবো।' মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এন্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি স্থানকে চিহ্নিত করে তার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল মাস পাঁচেক আগে। সারা দেশের মধ্যে এতগুলি গ্রাম থাকা সত্ত্বেও বড়নগর সেরা পর্যটন গ্রামের তকমা পাওয়ায় আমরা ভীষণ আনন্দিত। উদাসীনতা না দেখিয়ে আগামী দিনে প্রশাসন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তুলুক ওই গ্রামে। আমরা চাই জেলার ঐতিহ্য সারা বিশ্ব দেখুক।' রানী ধন্যা কুমারী কলেজের অধ্যাপক তথা বড়নগর গ্রামের বাসিন্দা প্রণব বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের বড়নগর দেশের সেরা পর্যটন গ্রামের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়। পর্যটকরা বহু দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, কিন্তু থাকতে চাইলেও সেই উপায় থাকে না। এখানে থাকার জন্য নির্দিষ্ট পর্যটন ক্ষেত্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।'

দেশের পর্যটন মানচিত্রে সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা ছিনিয়ে নিল মুর্শিদাবাদ জেলা। পরপর দু'বছর জেলার এই শিরোপা মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশাবাদী সকলেই।

খুন করে শ্রমিককে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: গ্যারেজের পাওনা ১০০ টাকা চাওয়া নিয়ে শ্রমিক খুন হল। এই ঘটনায় গ্রেফতার দুজন। মৃতের স্ত্রীর খুনের অভিযোগ গ্যারেজ মালিক সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার মাটিয়া থানার শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কূলতলা এলাকার ঘটনা। চলতি মাসের ১৭ ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিন বিশ্বজিৎ মন্ডা সহ তিন সহকর্মী এরা কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করেন। রাত্রিবেলা শিয়ালদা ও হাসনাবাদ ডাউন লোকালে মালতীপুর স্টেশনে ফেরেন সেখান থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে প্রত্যেকদিনের মত সাইকেল গ্যারেজে সাইকেল রাখেন তিন বন্ধু। সাইকেল নিতে গেলে গ্যারেজ মালিক পাওনা ১০০ টাকা দাবি করেন এই নিয়ে বিশ্বজিৎ মুন্না সহ তিন শ্রমিককে গ্যারেজ মালিক বাবুমন্ডল সহ তার লোকজন বেদধরক মারধর করে দুই শ্রমিক পালিয়ে গেলেও বিশ্বজিৎ মুন্ডা পালাতে পারিনি। তাকে খুন করে পাশে বিদ্যাধরী খালে ফেলে দেয় যুবকের পরিবার মাটিয়া থানায় নিখোঁজের ডাইরি করেন। ৩৬, ঘন্টা পর তার মৃতদেহ মৎস্যজীবীর জালে ওঠে এই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় আদিবাসী পাড়ায়। স্ত্রী পায়েল মুন্ডার অভিযোগ একশো টাকার জন্য বচসা গন্ডগোল মারধর করে খুন করে পাশে নদীতে ফেলে দিয়েছে বাবু মন্ডল সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মরগে কে পাঠিয়েছে মাটিয়া থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পনা করে খুন করেছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছে পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে ধৃতদের আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে কিনা সেটাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দিচ্ছে। শুধু পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে গন্ডগোল না পুরনো শত্রুতার জের।

দুর্গত এলাকা পরিদর্শন সাংসদ সাজদার

আপনজন: আমতার কুলিয়া সহ বন্যাকবলিত একাধিক এলাকা পরিদর্শনের সাথে সাথে দুর্গত মানুষজনের পাশে থেকে তাদের যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সাজদা আহমেদ। ছবি-সুরজীৎ আদক।

তাড়দহ হাইস্কুলের শিক্ষক, পড়ুয়াদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার তাড়দহ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে এবং সবুজ পরিবেশ গড়তে বুধবার ২০০০ আমের আঁটি ও বট,নারকেল,আম,জাম,নীম,কাঁঠাল,আমড়া সহ বিভিন্ন প্রজাতির ৫০০ চারাগাছ রোপণ করা হয়। স্কলু সহ স্কুল লাগোয়া রাস্তার পাশে এই সমস্ত চারাগাছ রোপণ করা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুল গাছ লাগানোর ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিম ও বট গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং মানব জীবনে কতটা উপকারি তা কারোর কাছে অজানা নয়। এই নিম একটি ঔষধি গাছ। যার ডাল, পাতা, রস, সবই কাজে লাগে। নিম বহু বর্ষজীবি ও

চিরহরিৎ বৃক্ষ। এই নিম গাছ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া নিম গাছ সহজে মরেও না,বট গাছও প্রায় একই রকম। এক একটি গাছ প্রায় গড়ে ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। সেই কারণেই তাড়দহ হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই নিম, বটগাছ সহ অন্যান্য চারাগাছ রোপণের পরিকল্পনা করা হয়। এদিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিত দাস,শিক্ষক সমীর মন্ডল,গৌরাঙ্গ হালদার,সঞ্জীব মিস্ত্রী, অমিত মন্ডল,তুহিন কুমার মন্ডল,মৃণাল সিনহা, কালিপদ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। শিক্ষক সমীর মন্ডল জানিয়েছেন, প্রকৃতিকে সবুজ করার অঙ্গীকার নিয়ে বিগত দুবছর আগে আমরা শপথ নিয়েছি বৃক্ষরোপণ করার।

উৎকর্ষ বাংলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা রানিতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় রানীতলায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে শেখানো হবে সেলাইয়ের কাজ। বিনামূল্যে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেখান থেকে। বুধবার রানীতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে উদ্বোধন করা হয় সিফাত টেক্সটাইলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই, সার্কেল ইন্সপেক্টর মানস দাস, রানীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক খুরশিদ আলম সহ অন্যান্যরা।

সূচনা মনের ক্যানভাসের

আপনজন: সম্প্রতি ঢাকুরিয়া 'ভয়েস মাস্টার রেকর্ডস' স্টুডিওতে আসন্ন পুজোর অ্যালবাম 'মনের ক্যানভাস' এর উদ্বোধন হল বিশিষ্ট গীতিকার ও সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তীর হাত দিয়ে। অ্যালবাম এর গীতিকার, সুরকার ও প্রবীণ শিল্পী ছিলেন গৌতম রায়চৌধুরী। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন সুভদ্রা তালুকদার, শম্পা চৌধুরী এবং সীমা চ্যাটার্জী। রেকর্ডিস্ট ছিলেন নিমাই সিংহ রায়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বনামধন্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

পিএসজির সৌভাগ্যের নাম আত্মঘাতী গোল

আপনজন ডেস্ক: পিএসজি ১:০ জিরোনা
প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে এসে প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট তোলার হাতছানি ছিল জিরোনার।
পিএসজিকে তাদেরই মাঠে প্রায় পুরোটা সময় ঠেকিয়েও রেখেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি।
কিন্তু শেষ বেলার আত্মঘাতী গোলে সব পরিশ্রমই বৃথা। ৯০ মিনিটে গোলকিপার পাওলো গাজ্জানিগার ভুলে গোল হজম করেছে জিরোনা। তাতে সৌভাগ্যের গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হলো পিএসজির।
পার্ক দে প্রিন্সেসে ম্যাচে গোলের সম্ভাবনা বেশি জাগিয়েছে পিএসজিই। তবে জিরোনার জমাট রক্ষণে আটকে গেছে সব আক্রমণই। এর মধ্যে আশরাফ হাকিমিকি দুর্দান্ত এক সেভে গোলবঞ্চিত করেন জিরোনা গোলকিপার গাজ্জানিগা। আর উসমান দেম্বেলে বল মারেন বারে।
পিএসজির জয়সূচক গোলটি আসে নুনো মেন্দেসের সুবাদে। পর্তুগিজ এই ফুল ব্যাক ৯০ মিনিটের সময় জিরোনা রক্ষণে ঢুকে বক্সের এক পাশে বাইলাইন থেকে বল গোলমুখে পাঠান। গাজ্জানিগা নিচু হয়ে বলে হাতও লাগান। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বল তাঁর দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চলে যায়।
পিএসজি পেয়ে যায় স্বস্তির জয়।
পিএসজির জয়ের রাতে ৩ পয়েন্ট করে তুলেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, সেল্টিক এবং স্পার্তা প্রাগও।
সর্বশেষ আসরের ফাইনাল খেলা ডর্টমুন্ড ৩-০ গোলে হারিয়েছে ক্লাব ব্রুগাকে। সেল্টিক নিজেদের মাঠে স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে হারায় ৫-১ গোলে। আর সালজবুর্গের বিপক্ষে স্পার্তা প্রাগের জয় ৩-০ ব্যবধানে।
অন্যদের মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটি-ইন্টার মিলান এবং বোলোনিয়া-শাখতার ম্যাচ দুটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

ডি ব্রুইনাকে নিয়ে সন্দেহ, সিটির ড্রয়েও সন্তুষ্ট গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: কেভিন ডি ব্রুইনাকে নিয়ে সন্দেহের কথাই বললেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা।
সেই সন্দেহটা হলো, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আগামী রোববার আর্সেনালের বিপক্ষে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না। কারণ? চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র ম্যাচে চোট পেয়ে ৪৫ মিনিটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠে ছাড়েন ডি ব্রুইনা। জ্যাক গ্রিলিশের থ্রু পাস ধরতে গিয়ে চোট পান বেলজিয়ান মিডফিল্ডার।
ম্যাচ শেষে ডি ব্রুইনার চোট নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'আজ আমরা (চোটে) নজর রাখব এবং আগামীকাল আরও বেশি তথ্য পাব। চিকিৎসকেরা বলেছিলেন, সে খেলার মতো অবস্থায় নেই। আমি ওকে প্রথমার্ধের বিরতিতেই তুলে নেওয়ার কথা ভেবেছি।'
২০২৩ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার পর এটাই ছিল সিটি ও ইন্টারের প্রথম ম্যাচ। ইস্তাম্বুলের সেই ফাইনালে সিটির ১-০ ব্যবধানের জয়ে গোল করেছিলেন রদ্রি। গার্দিওলা মনে করেন, সেই ম্যাচের চেয়ে এই ম্যাচে ভালো খেলেছে তাঁর দল, 'গত বছরের ফাইনালের চেয়ে আমরা অনেক ভালো খেলেছি। আজ (গতকাল রাতে) দলের সবকিছুই ভালো লেগেছে। জিতলে ভালো হতো। তবে এখনো হাতে ৭ ম্যাচ আছে। দেখা যাক কী ঘটে।'
ইন্টারের পোস্ট তাক করে ২২টি শট নিয়েছে সিটি। আর সিটির পোস্ট তাক করে ১৩টি শট নিয়েছে ইন্টার। যদিও ইতালিয়ান ক্লাবটির গোলমুখে মাত্র ৫টি শট রাখতে পেরেছে সিটি।
ম্যাচ শেষে ইন্টারের কোচ সিমোন ইনজাগিও জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে তিনি সন্তুষ্ট, 'ড্রেসিংরুমে ছেলেদের বলেছি ভালো খেলেছ। আমরা জানি ম্যানচেস্টার সিটি কী করতে পারে, বিশেষ করে ঘরের মাঠে। কিন্তু আমরা এমন পারফরম্যান্স দেখিয়েছি, কিছু সুযোগও বের করেছি।'

টস জয়ের পর বিরল এক সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। জানান ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত। সর্বশেষ কোনো অধিনায়ক চেন্নাইয়ে টেস্টে টস জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিংয়ে পাঠানোর 'সাহস' দেখিয়েছিলেন সেই ১৯৮২ সালে, ইংল্যান্ডের কিথ ফ্লেচার

অবশেষে ছাড়পত্র পেলেন আনোয়ার, স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

আপনজন ডেস্ক: চার মানের নির্বাসনের খরা কাটল আনোয়ার আলির। ইস্টবেঙ্গলের এই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় অবশেষে মাঠে নামার ছাড়পত্র গেলেন । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনোয়ারকে ছাড়পত্র দিল ফেডারেশন।
আনোয়ার ইস্যুতে জল গড়ায় দিল্লি আদালতে। পরবর্তী শুনানির আগে আনোয়ারকে ছাড়পত্র দেওয়ার নির্দেশ জারি করে দিল্লি আদালত।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঞ্জাব তনয়কে ছাড়পত্র দিল ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি। রবিবার আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ছাড়পত্র পেয়ে রবিবার লাল-হলুদ জার্সিতে তার মাঠে নামার বাধা রইল না।
ময়দানের হট টপিক আনোয়ার আলি ইস্যু। মোহনবাগানে চার বছরের লোন চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের প্রাথমিক চুক্তিপত্রে সই করে ফেলেন ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার। জুলাইয়ের মাঝামাঝি এই আনোয়ার ইস্যুতে তোলপাড় হয়ে যায় ভারতীয় ফুটবল। সাম্প্রতিক কালের অন্যতম সেরা ট্রান্সফার লড়াই।
মোহনবাগানের লোন চুক্তি ভাঙিয়ে ইস্টবেঙ্গলে পাকাপাকি সই, দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজ এক্ষেত্রে বিরাট বড় ভূমিকা পালন করেন। আনোয়ারকে ছাড়তে নারাজ ছিল মোহনবাগানও। পাল্টা ফেডারেশনের দ্বারস্থ হয় সবুজ-মেরুন। অগাস্টের শুরুতে প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মোহনবাগানকে নির্দেশ দেয়। তবে আনোয়ার এবং তার পরবর্তী ক্লাবের জন্য পুরোটাই যে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তাও উল্লেখ করে প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি।
মোহনবাগানের ছাড়পত্র পেয়েই ইস্টবেঙ্গলে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ বছরের চুক্তিতে সই করেন আনোয়ার।
সেপ্টেম্বরে ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির পরবর্তী সিদ্ধান্ত রীতিমতো বিপাকে ফেলে দেয় আনোয়ার, ইস্টবেঙ্গল আর দিল্লি এফসিকে। আনোয়ারকে ৪ মাস নির্বাসিত করে ফেডারেশন।
ইস্টবেঙ্গল আর দিল্লি এফসিকে ২ উইন্ডো ট্রান্সফার ব্যান করা হয়। এমনকি ১২.৯ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়। সেই জরিমানার টাকা পাবে মোহনবাগান। এরপরই ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে ইস্টবেঙ্গল, দিল্লি এফসি আর আনোয়ার আলি।
মহমেডানের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান, এলেন রোনাল্ডোর দেশের ডিফেন্ডার তিনদিনের সওয়াল জবাবের পর প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দেয় আদালত। পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশ মেনেই আনোয়ারকে মাঠে নামার ছাড়পত্র দিল ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি। রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে মাঠে নামতে আর কোনও সমস্যা রইল না।

কোহলির উইকেট নিয়েও আতিশয্যহীন হাসান মাহমুদ

আপনজন ডেস্ক: রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শুবমান গিল, যশস্বী জয়সোয়াল, ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল...ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ সব সময়ই তারকাবহুল। এর যেকোনো একজনের উইকেট পাওয়াই বোলারদের জন্য আনন্দের। তবে তারকাকুল শিরোমণিও তো থাকেনই।
ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে সেই নামটি নিঃসন্দেহে কোহলি। তাঁকে আউট করতে পারলে যেকোনো বোলারেরই আনন্দে আকাশে ওড়া স্বাভাবিক। কিন্তু হাসান মাহমুদের কথা শুনলে বিষয়টি অন্য রকমই মনে হবে। তাঁর কাছে টেস্ট ম্যাচে যেকোনো ব্যাটসম্যানের উইকেট পেলেই আনন্দ পাওয়া স্বাভাবিক।
কোহলির উইকেট পেয়ে হাসানের আনন্দ তো হয়েছেই। কিন্তু তাঁর উদ্‌যাপনে খুব একটা আতিশয্য ছিল, সেটাও বলা যাবে না।
এটা তেমন উদ্‌যাপন ছিল না। আমার একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া। সময়ের সেরা ব্যাটসম্যানকে আউট করায় খুশি ছিলাম। যে কারোরই খুশি হওয়া উচিত। ভারতের প্রথম তিনটি উইকেটই নিয়েছেন হাসান। এই তিনজন যথাক্রমে রোহিত, গিল ও কোহলি। এরপর আরও একটি উইকেট নিয়েছেন তিনি আজ। সেটি পন্তের উইকেট।
এঁদের মধ্যে কোহলির উইকেটটি বাড়তি আনন্দ দিয়েছে কি না, দিনের খেলা শেষের সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয় হাসানকে। ভারতের শীর্ষ চার ব্যাটসম্যানকে আউট করা হাসান কোহলির উইকেট নেওয়ার অনুভূতি নিয়ে বলেছেন, 'যেকোনো ব্যাটসম্যানের উইকেট নেওয়া আনন্দের বিষয়। তো খুব ভালো লাগছে। এটা তেমন উদ্‌যাপন ছিল না। আমার একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া। সময়ের সেরা ব্যাটসম্যানকে আউট করায় খুশি ছিলাম। যে কারোরই খুশি হওয়া উচিত। যেটা বললাম, আমার পরিকল্পনা খুব সরল ছিল।'
হাসান এরপর যোগ করেন, 'টেস্ট ম্যাচে উইকেট পাওয়াই আনন্দদায়ক আমার কাছে। পাকিস্তানে ৫ উইকেট পেয়েছি, ওটার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চেষ্টা করছি। নিজের সেরাটা দিয়ে দলের জন্য যতটুকু করতে পারি।'
পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করে আসা টেস্ট সিরিজে ৮ উইকেট নিয়েছেন হাসান। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো পেয়েছেন ৫ উইকেট।

সেঞ্চুরি করলেন অশ্বিন

আপনজন ডেস্ক: যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক যেন সেখানেই শুরু করলেন রবীচন্দ্রন অশ্বিন। টেস্ট ক্যারিয়ারের সর্বশেষ সেঞ্চুরি চেন্নাইয়ে করেছিলেন তিনি। আজ সেই চেন্নাইয়েই ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২১ সালে সেঞ্চুরি করেছিলেন অশ্বিন। আজ নিজের ঘরের মাঠে অশ্বিন দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করেছেন ওয়ানডে স্টাইলে। ১০৮ বলে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন তিনি। ইনিংসটি সাজিয়েছেন ২ ছক্কা ও ১০ চারে।
তার সেঞ্চুরিটাও এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারত চেন্নাই টেস্টে চাপে। এখন উল্টো চিত্র দেখছে বাংলাদেশ। তার সেঞ্চুরিতে এখন পিষ্ট বাংলাদেশ। একটা সময় যখন ভারতের স্কোর আড়াই শ হওয়া নিয়ে শঙ্কা ছিল তখন রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে রেকর্ড জুটি গড়ে দলকে নিয়ন্ত্রণ এনে দিয়েছেন অশ্বিন। সপ্তম উইকেটে রেকর্ড ১৯৫ রানের জুটি গড়ে পেছনে ফেলেছেন শচীন টেন্ডুলকার ও জহির খানের ১৩৩ রানের জুটিকে। ২০০৪ সালে দশম

উইকেটে ঢাকায় এই জুটি গড়েছিলেন শচীন-জহির।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সপ্তম কিংবা তার নিচে এখন সর্বোচ্চ জুটির মালিক জাদেজা-অশ্বিন। ১০২ রান করা অশ্বিনের বিপরীতে জাদেজা ৮৬ রানে অপরাজিত। প্রথম দিন শেষে ভারতের স্কোর ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান। অথচ এর আগে কী দুর্দান্ত শুরুই না করেছিল বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য শুরুটা এনে দিয়েছিলেন হাসান মাহমুদ। দলীয় ৩৪ রানে ভারতের ৩ উইকেট নিয়ে। পরে ঋষভ পন্তকে আউট করে ৫৮ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন তিনি। তার শিকারের তালিকায় আছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মারা। রথী-মহারথীদের আউট করলেও শেষ বিকেলটা হাসানদের কাঁদিয়েছেন জাদেজা-অশ্বিন। ১৪৪ রানে ৬ উইকেট হারানো ভারতের স্কোর এখন ৩৩৯। বাংলাদেশি বোলারদের আর কোনো উইকেট পেতে দেননি দুই অলরাউন্ডার। তাই প্রথম দুই সেশন আনন্দের হলেও প্রথম দিন শেষে ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় বিষাদের হলো নাজমুল হোসেন শান্ত-মুশফিকুর রহিমদের।

বর্ণবাদের দায়ে কাউন্টি ক্লাব এসেক্সকে ১ কোটি ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হল

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ কাউন্টি ক্লাব এসেক্সকে বর্ণবাদের কারণে ১ লাখ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ১১ লাখ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। এসেক্স দলের ক্রিকেটাররা ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার ও আচরণ করেছেন—এমন অভিযোগ স্বীকার করার পর তাদের এই জরিমানা গুনতে হচ্ছে।
গত জুনে এসেক্সের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছিল, ক্লাবটি বর্ণবাদে জড়িত থেকে ক্রিকেট খেলাকে অসম্মানিত করেছে।
২০২১ সালে বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটার বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ তোলেন। এ কারণে এসেক্স কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়ের তদন্ত শুরু করে। তদন্তে এসেক্সে খেলার সময় ক্লাবের কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটারের বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়ার সত্যতা পাওয়া যায়।
তদন্তে দেখা যায়, এসেক্সে খেলার সময় কয়েকজন ক্রিকেটারকে লক্ষ্য করে সতীর্থরাই বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে স্বীকার হয়েছেন বৈষম্যের। গত ১০ জুন এসেক্স এসব অভিযোগ স্বীকার করে।
এসেক্সের বর্তমান দল
এসেক্সের বর্তমান দলফেসবুক ক্রিকেট ডিসিপ্লিন কমিশন (সিডিসি) এসেক্সকে এসব কারণে ১ কোটি ১১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। এর মধ্যে ৫০ হাজার পাউন্ড জরিমানার আদেশের পর দুই বছরের জন্য স্থগিত থাকবে। এ দুই বছরের মধ্যে যদি এসেক্সে আবারও কোনো বর্ণবাদী ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে তাদের এই ৫০ হাজার পাউন্ড স্থগিত জরিমানা দিতে হবে।
সিডিসির বিচারকদের ভাষ্য, ক্রিকেটারদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার প্রমাণ করে, কাউন্টি ক্লাব হিসেবে এসেক্সে একটি বর্ণবাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এ ধরনের বর্ণবাদী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রয়োগ এসেক্সে প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এমনকি যেকোনো ধরনের সমালোচনাও এ ঘটনা থেকে এসেক্সকে দূরে রাখতে পারেনি। কোনো রাখঢাক ছাড়াই এসেক্সের এই বর্ণবাদী সংস্কৃতি বজায় রয়েছে। এমনকি ক্লাবের কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাই এমন সংস্কৃতি বন্ধে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। পুরো বিষয়কে সিডিসি এসেক্সের ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিচ্যুতি হিসেবেই দেখছে। এসেক্স সংখ্যালঘু ক্রিকেটারদের যেকোনো ধরনের বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।
গত দুই বছরের মধ্যে এসেক্স দ্বিতীয় কাউন্টি ক্লাব, যারা বর্ণবাদী ঘটনায় শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে। এর আগে ক্রিকেটার আজিম রফিকের অভিযোগের ভিত্তিতে আরেক কাউন্টি দল ইয়র্কশায়ারকে ৪ লাখ পাউন্ড জরিমানা করা হয়। তার মধ্যে ৩ লাখ পাউন্ড স্থগিত জরিমানা হিসেবে ধরা আছে। একই সঙ্গে ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ইয়র্কশায়ারের ৪৮ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট থেকে কেটে নেওয়া হয় ৪ পয়েন্ট।
এসেক্সের ক্ষেত্রে অবশ্য পয়েন্ট কাটার কোনো বিষয় ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এসেক্সে সংঘটিত বর্ণবাদী ঘটনাগুলোর প্রতিটিই ২০২০ সালের আগের। ২০২০ সালের আগের কোনো ঘটনার কারণে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট কাটার এখতিয়ার সিডিসির নেই।

পিওলিই রোনাল্ডোদের নতুন কোচ

আপনজন ডেস্ক: গুঞ্জনটাই সত্যি হলো। আল নাসরের কোচ হয়েছেন স্তেফানো পিওলি। সাবেক এসি মিলানের কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবের ক্লাবটি।
এক বিবৃতি দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে আল নাসর লিখেছে, 'পিওলি এখন নাসারবী। প্রধান কোচ হিসেবে স্তেফানো পিওলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'
তাকে দায়িত্ব দিলেও কত বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্য এখনো জানায়নি আল নাসর।
দায়িত্ব নিয়ে আজ দলকে অনুশীলনও করিয়েছেন তিনি।
লুইস কাস্ত্রো ছাঁটাই হওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল পর্তুগিজ কোচের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন পিওলি।
আজ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সেটাই প্রমাণিত হলো। গত মে মাসে এসি মিলানের কোচের পদ ছাড়েন ৫৮ বছর বয়সী ইতালির সাবেক ডিফেন্ডার।
২০২২ সালে মিলানকে সিরি আ জেতানো কোচ ২০০৩ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। মিলান ছাড়াও নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলান, লাজিও, বোলোনিয়া ও ফিওরেন্টিনার দায়িত্ব পালন করেছেন।
ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যোগ দেওয়ার পর বরখাস্ত হওয়া তৃতীয় কোচ ছিলেন কাস্ত্রো। নতুন মৌসুমে তার অধীনে লিগ এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের শুরুটা ভালো না

হওয়ায় চাকরি হারিয়েছেন কাস্ত্রো। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইরাকের ক্লাব আল শর্তার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র হওয়ার ম্যাচটি আল নাসরের ডাগআউটে তার শেষ ম্যাচ ছিল। তবে, পিওলি নতুন কোচ হওয়ায় দলে এখন খুশির হাওয়া।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**